NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিভূতিভূষণ সর্বদা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও তার সাহিত্য সৃষ্টিকর্ম ৮

কলকাতা ৯ মার্চ ২০২৫ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.3.2025, Vol.18, Issue No. 267 8 Pages, Price 3.00

দুবাইয়ে আজ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ দখলের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুবাইয়ের ২২ গজে আজ 'প্রতিশোধের' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ। গত বছর যা করা হয়নি, এবারে চ্যাম্পিয়ন্সের ট্রফি হাতে সেই স্বপ্ন সফল করতে চান রোহিত-বিরাটরা। ভারতের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও ভারত পরাজিত করেছিল নিউজিল্যান্ডকে। তবে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অন্য ম্যাচগুলির থেকে যে সম্পূর্ণ আলাদা তা এক কথায় মেনে নিচ্ছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন, ফাইনাল ম্যাচ সব সময়ই অন্য লড়াই। গ্রুপ পর্বের ম্যাচ থেকেই নিউজিল্যান্ডকে বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। কেননা, ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণের আগে আইসিসি-র টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করে এসেছে। তারপর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে। যদি দেখা যায় একদিনের ক্রিকেটের পরিসংখ্যান সে ক্ষেত্রেও কিন্তু নিউজিল্যান্ডকে পিছনে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। এর আগে দুই দল একদিনের ক্রিকেটে মোট ১১৯ বার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে ৬১ বার। আর নিউজিল্যান্ড জিতেছে ৫০ বার। টাই হয়েছে একটি ম্যাচে। এবং ৭টি ম্যাচে কোনও ফলাফল হয়নি।অপর দিকে আইসিসির পরিচালিত কোনও টুর্নামেন্টে দুই দলের পরিসংখ্যান একই। অর্থ্যাৎ মোট ১২ বার দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হলেও দুই দলই জিতেছে ৬টি করে ম্যাচ। এখন দেখা যাক, আজকের ম্যাচে কোন দলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তা সময়ই বলবে।ব্যাটিং থেকে শুরু করে বোলিং সব বিভাগেই ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। যে কেউ ক্রিজে টিকে থেকে দলের হয়ে বড় রান করে বিপক্ষে চাপে ফেলে দিচ্ছেন কিংবা ম্যাচ জিতিয়ে দিচ্ছেন। অপর দিকে বোলাররাও একইভাবে ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন। শামি থেকে শুরু করে জাদেজা, বরুণ, কুলদীপ এবং সবশেষে হার্দিক। যা ভারতের পক্ষে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ।প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডও ভারতের কাছে হারলেও তাদের হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় টিম ইন্ডিয়ার। যে দলে রাচীন রবীন্দ্রা, নাথাম লায়ন, সান্টনারের মতো ক্রিকেটার আছেন। যাঁরা যে কোনও সময় ম্যাচের ভাগ্য পাল্টে দিতে পারেন।

কুকি বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত মণিপুর

ইম্ফল, ৮ মার্চ: অশান্তির মেঘ কাটছে না মণিপুর থেকে। লাগাতার হিংসার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও শনিবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাংপোকপি জেলা। কুকিদের রাস্তা অবরোধ তুলতে লাঠি চালায় সেনা। পালটা সেনার সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় কুকিদের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন মহিলা। সম্প্রতি মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অজয় ভাল্লা। রাজ্যকে সচল করতে গত ২ মার্চ রাজ্যপাল ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৮ মার্চ থেকে মণিপুরের যান চলাচল সচল করার। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, সেই নির্দেশ মেনে সেনার নিরাপত্তায় শুরু হয় বাস পরিষেবা। অন্যদিকে, পালটা পথ অবরোধে নামে কুকিরা। তাঁদের তরফে জানানো হয়, যতক্ষণ না তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ কোনও বাস চলবে না।

নয়া চুক্তি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: রাশিয়ার থেকে কেনা ট্যাঙ্ক টি-৭২ (অজেয়)কে আরও অত্যাধুনিক করার পথে ভারত সরকার। সেই পথে হেঁটে এবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের সঙ্গে নয়া চুক্তি সই করা হয়েছে বলে জানাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ২১৫৭ কোটি টাকার এই চুক্তির মাধ্যমে টি-৭২ ট্যাঙ্কের পুরনো ইঞ্জিন বদলে তার ক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে। এছাড়াও প্রযুক্তিগত বেশ কিছু বদল করা হবে পুরনো এই যুদ্ধাস্ত্রে।

দেশের মহিলাদের হাতে মোদির এক্স হ্যান্ডল

নারী দিবসে বার্তা দিলেন অর্ধেক আকাশবিজয়ীরা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: বিশ্বজুড়ে শনিবার পালন করা হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। এমন বিশেষ দিনে সকল নারীদের শুভেচ্ছা জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে তিনি এই বিশেষ দিনে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স হ্যান্ডলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন দেশের সেই মহিলাদের হাতে, যাঁরা ভারতকে গর্বিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন, অনুপ্রেরণা দেন এমন মহিলারা আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের দিন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল পরিচালনা করবেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি এ কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। মোদির এক্স হ্যান্ডল পরিচালনা করে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভারতের দাবাড়ু বৈশালী রমেশবাবু।

শনিবার সকাল ৮.৫৯ মিনিটে নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডল থেকে একটি বার্তা শেয়ার করেন ভারতীয় দাবাড়ু বৈশালী। সেখানে তিনি লেখেন, 'ভানাক্কাম! (হ্যালো) আমি বৈশালী নারী দিবসের দিন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব নিতে পেরে আনন্দিত। আপনারা অনেকেই জানেন, আমি দাবা খেলি এবং অনেক টুর্নামেন্টে আমাদের প্রিয় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি ভীষণ গর্বিত।'

বৈশালী জানান, তাঁর জন্ম ২১ জুন। সেদিন আবার আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। ৬ বছর বয়স থেকে তিনি দাবা খেলছেন। নারী দিবসে সকল নারীদের জন্য বৈশালী এক বার্তা দিয়েছেন। এক্সে তিনি লেখেন, 'আমি সকল নারীদের, বিশেষ করে তরুণীদের, একটি বার্তা দিতে চাই। যত বাধাই আসুক না কেন, তোমাদের স্বপ্ন অনুসরণ করো। তোমাদের আবেগ তোমাদের সাফল্যকে শক্তিশালী করবে। আমি নারীদের তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বাধা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করতে চাই কারণ আমি জানি তারা পারবে।'

একইসঙ্গে বৈশালী সকল বাবা-মা ও ভাইবোনদের জন্য একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মেয়েদের সমর্থন করতে হবে। তাদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখতে হবে। তাঁরা নিশ্চিতভাবে বিস্ময়কর কাজ করবে। বৈশালী নিজের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, তিনি জীবনে চলার পথে বাবা-মা ও ভাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের (ভারতীয় দাবাড়ু) সমর্থন পেয়েছেন।

এর পাশাপাশি, মোদির এক্স হ্যান্ডল ব্যবহার করে নিজের কাহিনি তুলে ধরেন বিহারের নালন্দার অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা অনীতা দেবী। কীভাবে তিনি স্টার্টআপ শুরু করলেন, সেই কাহিনি তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডলে।

অনীতা দেবী বলেন, ছোটবেলা থেকে অনেক লড়াই করে বড় হয়েছেন তিনি। কিন্তু, সবসময় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন। নিজে কিছু করার কথা ভাবতেন। আর সেই ভাবনা থেকেই ২০১৬ সালে মাধোপুর ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানি খুলে শুধু তিনি একা নিজের পায়ে দাঁড়াননি। এখন বহু মহিলা তাঁর কোম্পানিতে কাজ করেন।

নারী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডল থেকে শনিবার পোস্ট করেন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট এলিনা মিশ্র ও স্পেস সায়েন্টিস্ট শিল্পী সোনি। তারা বলেন যে, ভারত এখন বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান এবং আরও মহিলাদের বিজ্ঞান ও গবেষণায় সামিল হতে আহ্বান করেন।

পরমাণু টেকনোলজির মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজের এত সুযোগ থাকবে, তা অকল্পনীয় ছিল। তবে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং মহাকাশ গবেষণাক্ষেত্রের বিপুল বিস্তার ভারতকে উদ্ভাবন ও গবেষণার পীঠস্থান করে তুলেছে।

ক্যাব চালককে পিটিয়ে খুন, অধরা ৫ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যাব চালককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ যাদবপুর সংলগ্ন বিজয়গড়ে। লালকার মাঠে পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে জয়ন্ত সেন নামে এক ক্যাব চালককে প্রবল মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় সেই যুবকের। ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে শনিবার পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তারের খবর নেই। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিজয়গড়ের বাসিন্দা বছর ৩৬-এর জয়ন্ত সেন পেশায় ক্যাব চালক। রাতে ফিরে বাড়ি ঢোকার আগে গাড়িটি রাখতেন লালকার মাঠের কাছে। গত বুধবারও প্রতিদিনের মতো সেখানেই গাড়িটি রেখেছিলেন। এদিন একটি স্কুটি পড়ে গিয়েছিল তাঁর গাড়ির কাছেই। এরপর যাঁদের স্কুটি তাঁরা ওই ক্যাব চালকের গাড়িটির নম্বর অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্যান করে দেখে। এরপর চালকের ফোন নম্বর বের করে তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে আনে বলে অভিযোগ। এরপর চলে প্রবল মারধরের ঘটনা। এলাকাবাসীর দাবি, রাত ১২টার পর ওই ঘটনা ঘটে। মারধরের জেরে প্রবল ভাবে জখম হওয়া জয়ন্তকে বুধবার রাতেই জয়ন্তকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। বছর চারেক আগে বিয়ে হয় জয়ন্তর। তাঁর এক দেড় বছরের সন্তান রয়েছে। তাঁর পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মাটিতে ফেলে চার পাঁচজন মিলে মারধর করছে জয়ন্তকে। অভিযোগ, মুখে কাপড় বেঁধে মারধর করা হয় যাতে চিৎকার না করতে পারেন ওই যুবক। জয়ন্ত প্রথমে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন, তা সত্ত্বেও তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, আঘাতের কারণে তার দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণের জেরেই মৃত্যু হয়েছে জয়ন্তর।

এরপর অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। তবে এখনও পর্যন্ত যাদবপুর থানার পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামীও পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট। বসুন্ধরা গোস্বামীও জানিয়েছেন, 'পুলিশ বারবার আশ্বাস দিচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।'

নারী দিবসে 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা'য় অনুমোদন দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: দিল্লিতেও এ বার 'লদীর ভান্ডারে' অনুমোদন দিল রেখা গুপ্তের নেতৃত্বাধীন বিজেপি মন্ত্রিসভা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভোট-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল বিজেপি। প্রসঙ্গত, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা'য় মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। প্রতিশ্রুতিরক্ষায় বিলম্ব হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিরোধী দল আম আদমি পার্টি (আপ)। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ নারী দিবস। আজ আমাদের মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সেখানে দিল্লি নির্বাচনে আমরা মহিলাদের ২৫০০ টাকা তুলে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।' এই প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটে ৫১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন রেখা। খুব দ্রুতই উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের 'সঙ্কলপত্রে' বিজেপি জানিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ-ও মাসে ২১০০ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ভোটের ফলে দেখা যায়, দিল্লিবাসী বিজেপির 'সঙ্কল্পে'ই বেশি আস্থা রেখেছে। এমনকি মহিলা ভোটের সিংহভাগই গিয়েছে পদ্মশিবিরের ঝুলিতে। বিজেপি যদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৮ মার্চের মধ্যে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। প্রসঙ্গত, মহিলাদের মাসিক অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যত পথ দেখিয়েছিল বাংলার তৃণমূল সরকার। বাংলার লক্ষ্মীর ভান্ডারের পথ অনুসরণ করেই পরবর্তী সময়ে একাধিক বিজেপি এবং অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প শুরু হয়েছে।

কিশোরী কন্যাকে ৩ তলা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গ্রেপ্তার বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন তলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ১৫ বছর বয়সি কন্যাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেললেন বাবা! গুরুতর আহত ওই নাবালিকা। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, যাদবপুরের আনন্দপল্লির বাসিন্দা চিন্ময় গোপ। পরিবার নিয়ে থাকতেন এলাকারই এক বহুতলের তিন তলার ফ্ল্যাটে। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে আচমকাই ১৫ বছরের কন্যাকে ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দেন। ঘটনা নজরে আসতেই প্রতিবেশীরা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রতিবেশী সংযুক্তা চক্রবর্তী অভিযুক্ত চিন্ময়ের নামে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, কন্যাকে খুন করতেই অভিযুক্ত তিন তলার বারান্দা থেকে ধাক্কা মেরেছিলেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংহিতার ১০৯ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত করছে পুলিশ। খুনের চেষ্টার অভিযোগে চিন্ময়কে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা।

কেন কন্যাকে বারান্দা থেকে ঠেলে ফেললেন চিন্ময়, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। প্রতিবেশী এবং নাবালিকার পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। নাবালিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তার বয়ান এখনও নথিভুক্ত করা যায়নি। সেই বয়ান পাওয়া গেলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে ধৃতকে জেরা করেও কারণ জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

নারী দিবসে নয়া ঘোষণা সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শহরের মহিলাদের জন্য সাইবার সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নগরপাল তথা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা সেই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। সাইবার নিরাপত্তা আরও শক্তপোক্ত করতে দুটি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে বলে খবর। এই বিভাগে ডিসির উপর আসছেন যুগ্ম কমিশনার (সাইবার) এবং যুগ্ম কমিশনার (আইন)। খুব দ্রুত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে আশা সিপি মনোজ বর্মার।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সিপি বলেন, নারীদের নিরাপত্তায় নারীরাই এগিয়ে এসেছে। কলকাতা পুলিশে একটা বড় অংশ মহিলা অর্থাৎ পথে নেমে সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন তাঁরাই। তবে সম্প্রতি ভারচুয়াল জগতে অপরাধে বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিপি বলেন, এজন্য নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এজন্য সাইবার শাখার কাজ আরও বাড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জয়েন্ট সিপি (সাইবার) এবং জয়েন্ট সিপি (লিগাল) এই দুটি পদ তৈরি করা হচ্ছে। আগামী ক্যাবিনেট বৈঠকে অনুমোদন হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এই নতুন দুটি পদ তৈরি হলে সাইবার অপরাধ দমনের পথ আরও সুগম ও প্রশস্ত হবে। এর পাশাপাশি সিপি আরও জানান, আইনি উপদেশের জন্য তৈরি হচ্ছে জয়েন্ট সিপি (লিগাল) পদটি। তাতে অপরাধের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে মহিলারা উপযুক্ত পরামর্শ পাবেন।

ভারত ভ্রমণে এসে গণধর্ষিতা হলেন এক ইজরায়েলি পর্যটক

বেঙ্গালুরু, ৮ মার্চ: ঘুরতে বেরিয়ে গণধর্ষণের শিকার এক ইজরায়েলি পর্যটক ও হোমস্টের মালকিন! শুধু তাই নয়, ওই দুই তরুণীর সঙ্গে থাকা তিন পর্যটকদের ধাক্কা মেরে খালে ফেলে দেয় অভিযুক্তরা। অভিযোগ এমনই। দু'জনের খোঁজ মিললেও একজনের মৃত্যু হয়েছে। অভিযুক্ত তিন যুবককে খুঁজতে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা কর্নাটকের। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ নাগাদ চার পর্যটক মিলে একটি খালের ধারে ঘুরতে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইজরায়েলের এক তরুণী, ড্যানিয়েল নামে আমেরিকার এক যুবক, মহারাষ্ট্রের পঙ্কজ ও ওডিশার বিভাস নামে এক যুবক। সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন ২৯ বছরের এক তরুণী। যিনি হোমস্টের মালকিন। সানাপুরের কাছে তাঁদের উপর হামলা হয়।

পুলিশকে দেওয়া বয়ানে হোমস্টের মালকিন, ওই তরুণীর অভিযোগ করেন, রাতে খাবার খাওয়ার পরে সকলে মিলে খালের ধারের গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন ঘুরছিলেন তখন বাইকে চেপে তিন যুবক তাঁদের কাছে আসে। প্রথমে তারা জানতে চায়, কোথায় পেট্রল পাওয়া যাবে। এরপর পর্যটকদের থেকে ১০০ টাকা চায়। টাকা দিতে আপত্তি করায় তারা হামলা চালায়। ড্যানিয়েল, পঙ্কজ ও বিভাসকে ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দেয়। তারপর তাঁর ও ইজরায়েলি তরুণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই তরুণীর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। পঙ্কজ ও ড্যানিয়েল কোনওভাবে খাল থেকে সাঁতরে উঠে আসে। কিন্তু বাকি একজনের খোঁজ মিলছিল না। শনিবার বিভাসের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তরুণীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে আলাদা টিম গঠন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের ধরা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ নোটিশ ॥

আল্পনা মন্ডলের নামে থাকা মূল চেন দলিল নং I-৭৩৯৯ সাল - ২০১৯, আমার মক্কেল বরুণ দেব বাউড়ি পিতা - ফটিক বাউড়ি এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কন্যাপুর আই.সি. থানায় জেনারেল ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে যার জি.ডি.ই. নং ২২৩ তারিখ- ০৬/০৩/২০২৫ । সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক নেই। কোনও ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া দলিল পেয়ে থাকলে আমার মক্কেলের সঙ্গে মোবাইল নং ৯৫৬৩৭৬৩৪৯২/ ৯৮৫১৫৩৫২৪৩ তে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিরঞ্জিৎ গোস্বামী
এ্যাডভোকেট
আসানসোল কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জেলা বীরভূম, থানা-বোলপুর, এ. ডি. এস. আর. ও অফিস- বোলপুর, মৌজা- পাথরঘাটা গ্রামে, জে. এল. নং ৯১, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং- ৬৮১, ৬৮২ ও ৬৮৩, এল. আর. ১২৩১, ১২৩২ ও ১২৩৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ৭.৮২ শতক বা ৩৪০৬.৩৮ বর্গফুট বা ৪ কাঠা ১৪ গোন্ডা ২২.৩৮ বর্গফুট জমিজমা ক্রয়ের নিমিত্তে অত্র সম্পত্তির মালিক দখলকার ১) আতাউর রহমান, পিতা- মরহুম সামসুজ্জোহা, ২) হাবিবুর রহমান, পিতা- হাসিবুর রহমান, ৩) মফিজুল হক, পিতা- আলতাপ খাঁ ওরফে আলতাব হক, এর সাথে আমার মক্কেলদ্বয় ১) শ্রী প্রদীপ ধর, পিতা- শ্রী শঙ্কর ধর, ২) সাত্যকী ঘোষ, পিতা- শ্রী তপন কুমার ঘোষ, বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, উক্ত সম্পত্তির মালিকানা/বন্ধক/দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত কোন আপত্তি থাকিলে তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে ৯৮৩৬৪৭৪১১৪ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় অত্র সম্পত্তি নিষ্কন্টক বলে গণ্য করা হইবে এবং ভবিষ্যতে অত্র সম্পত্তি বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের কোন ওজর আপত্তি আইনত গ্রহণযোগ্য হইবে না

Khuku Ghosh
Advocate
District Judges' Court
District North 24 Parganas

CHANGE OF NAME

I, Papiya Das, (W/O. Shiben Kumar Das) resident of 4. Amar Chakraborty Road, By lane- 5, Khagra, Berhampore, Murshidabad, Pin- 742103 do hereby declare that I have changed my name from Papiya Das to Papia Das and henceforth I shall be known as Papia Das in all purpose, vide affidavit no B-96513 sworn before the S.D.E.M.(S) Court at Berhampore on 25/02/2025. Papia Das and Papiya Das both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শিখা সেন, পিতা-মৃত কালো সেন, সাং-নবপল্লী, পলতা, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, তাহার মাতা শ্রীমতী মীরা সেন এর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিকাশ ভবন শাখায় একটি এ্যাকাউন্ট আছে, যাহার এ্যাকাউন্ট নম্বর- ২০১০৯৮৮৩৩১৪, উক্ত এ্যাকাউন্টে একজন অজানা ব্যক্তির নাম নমিনিতে নথিভুক্ত আছে। আমার মক্কেলের মাতা শ্রীমতী মীরা সেন বর্তমানে মৃত, আমার মক্কেল তাহার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান এবং তিনি তাহার পিতা মাতার সমস্ত সম্পত্তি পাইবার একমাত্র অধিকারিনী, বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার মায়ের উক্ত এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা আমার নিকট আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ আর কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

উত্তম কুমার চৌধুরী, আইনজীবী,
মোঃ ৯৮৩০৪৮৯০০২
ব্যারাকপুর কোর্ট

বরানগরে অবসরপ্রাপ্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানের হাতে আক্রান্ত পুরসভার কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বরানগর মহানন্দ কুমার রোডের একটি আবাসনের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান বিকাশ ঝা। ওই আবাসনের বাসিন্দা বরানগর পুরসভার কর্মী অলীপ দত্ত। জানা গিয়েছে, শনিবার বেলায় কাজ শেষে পুরসভা থেকে আবাসনে ফেরেন অলীপ দও। তাঁর অভিযোগ, আবাসনে প্রবেশের পথে মালপত্র জমিয়ে রেখেছিলেন প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান বিকাশ কুমার ঝা। রাস্তার ওপর থেকে মালপত্র সরাতে বলায় দু'জনের মধ্যে তীব্র বচসা বেধে যায়। অভিযোগ, প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান বিকাশ কুমার বরানগর পুরসভার কর্মী অলীপ দত্তকে মারধর করেন। এরপর আক্রান্ত পুরসভার কর্মী অলীপ দত্ত বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। তারপর তিনি বরানগর থানায় ঘটনায় অভিযুক্ত বিকাশ কুমার ঝায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা অভিযুক্ত প্রাক্তন বিএসএস জওয়ান বিকাশ কুমার। আক্রান্ত অলীপ দত্ত জানান, আবাসনে প্রবেশের রাস্তায় ওপর জিনিসপত্র জমিয়ে রেখে ছিলেন ওই আবাসনের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান বিকাশ কুমার ঝা। মালপত্র সরাতে বলায় বিকাশের সঙ্গে তার বচসা বাধে। আক্রান্তের অভিযোগ, রাস্তায় ফেলে তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন বিকাশ কুমার ঝা। যদিও ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান। পুলিশ তার খোঁজ চালাচ্ছে।

আগামী ১৩ মার্চ ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে দীক্ষা মঞ্জরীর পক্ষ থেকে আয়োজিত হতে চলেছে বসন্ত উৎসবের। ওডিশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির পরিচালনায় চলছে অনুষ্ঠানের মহড়া।

নিউ ব্যারাকপুরে পুলিশ পরিচয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লুটপাট করার অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : এবার পুলিশের পরিচয় দিয়ে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লুটপাট করার অভিযোগ উঠল দুই তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার ৮ নম্বর রেলগেট এলাকায়। অভিযোগ, ওইদিন ভোরে এক মাছ ব্যবসায়ী বারাসাত থেকে ভ্যানে করে মাছ কিনে আনছিলেন। তাঁর পথ আটকায় দুই যুবক। মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক ক্যারেট অর্থাৎ ৪০ কেজি মাছ লুট করে দুই যুবক। শুধু তাই নয়, সবজি কিনতে যাচ্ছিলেন আরেক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে সাড়ে ছ'হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় ওই দুই যুবক। এমনকী সবজি ব্যবসায়ীকে

মারধোর করার অভিযোগও উঠেছে ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরায় মারধোরের সেই দৃশ্য ধরাও পড়েছে। ওইদিন বেলায় দুই ব্যবসায়ী নিউ ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুই তৃণমূল কর্মী সায়ন হালদার ও সুগত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই মার্চ, ২৪ শে ফাল্গুন। রবি বার। শুক্লা দশমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী সুধীর ঘোষ ২)শ্রী অনন্ত ঘোষ উভয়ের পিতা ৺পাঁচু গোপাল ঘোষ, উভয়ের সাকিম সুলতানপুর, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, দাতাগন বিগত ইং 21/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7941/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কার্ত্তিক ঘোষ** পিতা ৺সয়ারাম ঘোষ সাকিম সুলতানপুর, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 24/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ক)I-6726/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী আল্পনা মন্ডল** স্বামী শ্রী দিলীপ মন্ডল সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩ মহাশয়াকে ০২ কাঠা ১৪ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং খ)I-6731/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চম্পা ঘোষ** স্বামী কার্ত্তিক ঘোষ সাকিম সুলতানপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়াকে ০৪ কাঠা ১৩ ছটাক ০৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৩৭/২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৬৯ তথা হাল এল.আর. ৫৮৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.১৭৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ক)বাংলা মাপে ০২ কাঠা ১৪ ছটাক ১২ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৪৭৭ একর এবং খ)বাংলা মাপে ০৪ কাঠা ১৩ ছটাক ০৩ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৭৯৪ একর, একুনে দুইটি কোবালা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী আল্পনা মন্ডল** স্বামী শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং **২)শ্রীমতী চম্পা ঘোষ** স্বামী কার্ত্তিক ঘোষ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী স্মৃতি সিংহরায় ওরফে শ্রীমতী স্মৃতিকণা সিংহরায়, স্বামী শ্রী অংশুমান সিংহরায় ওরফে শ্রী অংশুময় সিংহরায়, পিতা ৺খগেন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়া বিগত ইং ২০১৫ সালে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0204/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী সনৎ সিংহরায়** পিতা ৺খগেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাকিম খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৩/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2533/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ধ্রুবজ্যোতি সিনহা রায়**, পিতা ৺সরোজ কুমার সিনহা রায় সাকিম খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭ মহাশয়কে ১০.৫২১২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা খন্যান, ১২৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৩৫৯ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ১৮০০ তথা হাল ৬১৫ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ০.০৫১ শতক, ২)সাবেক ১৩৭০ তথা হাল ১৬০১ নং দাগে বালুখাদ ষোল আনায় ১ একর ৬৭ শতকের মধ্যে ১.৪৮৬৩স শতক, ৩)সাবেক ১৩৯৯ তথা হাল ১৬৩৮ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৬১ শতকের মধ্যে ০.৩৭৮২ শতক, ৪)সাবেক ১৪৭৯ তথা হাল ১৬৯০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১ একর ৩৪ শতকের মধ্যে ৪.৭৯৭২ শতক, ৫)সাবেক ১৫০১ তথা হাল ১৭১৭ নং দাগে বাস্তু ষোল আনায় ০১ শতকের মধ্যে ০.০৩৫৭ শতক, ৬)সাবেক ১৪৩০ তথা হাল ১৭৫৫ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ২ একর বা ২০০ শতকের মধ্যে ০.৪৪ শতক, ৭)সাবেক ১৫৯০ তথা হাল ১৭৮৪ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৪ একর ৬৮ শতকের মধ্যে ০.৯৮২৮ শতক, ৮)সাবেক তথা হাল ২৯৮৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতকের মধ্যে ০.০৯৯ শতক, ৯)সাবেক তথা হাল ৩০০৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতকের মধ্যে ০.১৩৩৫ শতক, ১০)সাবেক তথা হাল ৩০০৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৫ শতকের মধ্যে ০.২২২৫ শতক, ১১)সাবেক তথা হাল ৩৩৯৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৪ শতকের মধ্যে ০.৮৫৬৮ শতক, ১২)সাবেক তথা হাল ৩৪০৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৯ শতকের মধ্যে ১.০৩৮২ শতক, একুনে ১২টি দাগে ১০.৫২১২ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ধ্রুবজ্যোতি সিনহা রায়**, পিতা ৺সরোজ কুমার সিনহা রায়, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী সনৎ সিংহরায়** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে নদীয়া জেলার থানা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস শান্তিপুরের অন্তর্গত ৬৮ নং বোয়ালিয়া মৌজার অধীন ১৮৯২ এল আর খতিয়ানভুক্ত এবং আর.এস. ও এল. আর. দাগ ৭৫৩ এর ১০৪.৪০ শতক জমির মধ্যে ১২.০৯ শতক জমি সামীম বেগম পিতা মৃত মোহাম্মদ রহমাতুল্লা স্বামী সামিম সেখ সাং - ৮, ক্যারি রোড চ্যাটার্জি হাট পোঃ ও থানা- হাওড়া, জেলা- হাওড়ার দিগরের নিকট হইতে শান্তিপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে I-৬১০০/২৩, ১১-১২-২০২৩ আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জিয়াউর রহমান পিতা মৃত মোহাম্মদ রহমাতুল্লা সাং- বের পাড়া থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া দশ শতক জমি লিটন সরকার পিতা রনেন্দ্রকুমার সরকার সাং- বুইচা থানা শান্তিপুর নদীয়া কে বিক্রয় করেন যার দলিল নং I-৬২২১/২০২৩, ১৫/১২/২৩ উক্ত সম্পত্তির দশ শতক জমি পুনরায় লিটন সরকার দ্বিগর নারায়নপুর, বোয়ালিয়া, আরবান্দি, নিধকুড় এস. কে. ইউ. এস. লিঃ পক্ষে সম্পাদক পরেশ চন্দ্র সরকার পিতা সত্য কুমার সরকার সাং- বোয়ালিয়া থানা শান্তিপুরের নিকট বিক্রয় করেন যাহার দলিল নং আয় ৫১১৪/২৪ ২৪/০৯/২৪ সেইমতো শান্তিপুর বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. অফিসে উক্ত এস. কে. ইউ. এস. লিমিটেড নাম পত্তন বা মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন এ বিষয়ে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত শান্তিপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্যাদি সম্পন্ন হইবে অন্যথায় অদ্য চিঠির ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Subhankar Haldar(Advocate)
Ranaghat Court

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১। শ্রী সঞ্জয় চালক, ২। শ্রী প্রশান্ত চালক, উভয়ের পিতা বাদল চালক উভয়ের সাং- ডেমরা, থানা মগরা, হুগলী, পিন ৭১২১৪৮। **৩। শ্রীমতী যমুনা চালক**, স্বামী শম্ভু চালক, সাং- নিরঞ্জনপল্লী, থানা- মগরা, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩। **৪। শ্রী দেবাকর চালক**, পিতা নারায়ণ চালক, সাং- জগন্নাথপুর, থানা পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৯। **৫। শ্রীমতী সাগরিকা দুলে**, স্বামী অনিল দুলে, সাং- খামারচণ্ডী, থানা হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৪০৫। **৬। শ্রীমতী আশী কোটাল**, স্বামী অজিত কোটাল, সাং- কুমুসা, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬১৬। বিগত ইংরাজী ২২/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I - 1490 / 2023 নং দলিল বলে আমাকে **শ্রী নীল রতন মালো**, পিতা শ্রী কমল মালো, সাং- বাসুদেবপুর রেলগেট কলোনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩ । ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ০৮/ ০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 5223/2023 নং দলিল মুলে **অঙ্কিতা সিং** স্বামী রাজু সিং, সাং- নিরঞ্জনপল্লী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩। মহাশয়াকে ০.০৪১৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করি।
<u>তপশীল</u> জেলা হুগলী, থানা মগরা, ৩৬ জে.এল. "ত্রিবেনী বৈকুণ্ঠপুর" মৌজায় এল. আর. ৬৬১৫, ৬৬১৬, ৬৬১৭, ৬৬১৮, ৬৬১৯ ও ৬৬২০ নং খতিয়ানভুক্ত এল. আর. ৩২৯ দাগে শালি জমি মোট পরিমান ০.০৪১৩ একর বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **অঙ্কিতা সিং**, স্বামী রাজু সিং, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পরিবর্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড. এল. আর চুঁচুড়া- মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞতি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য করা হইবে । ইতি -**শ্রী নীল রতন মালো, আমমোক্তার**

দোল পূর্ণিমা ও হোলি ঘিরে হাওড়ায় সমন্বয় সভা, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন দোল পূর্ণিমা ও হোলি উদযাপনকে কেন্দ্র করে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে এক বিশেষ সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। হাওড়ার সাঁকরাইলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ কর্মকর্তারা ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা। উৎসবের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তবে, এই সমন্বয় সভাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেছেন, উৎসবের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারার ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রাখছে সরকার ও পুলিশ প্রশাসন। তিনি আরও

বলেন, এটি কি সমন্বয় সভা, নাকি আত্মসমর্পণের সভা? সামাজিক মাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এই সরকার ও প্রশাসন সংখ্যালঘু তোষণ নীতির কারণে দোলপূর্ণিমা বা হোলির মতো উৎসবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা এই বৈঠকে দোল উৎসবের মূল উদযাপনকারীদের উপস্থিতিও ছিল অত্যন্ত সীমিত, যা আসলে সরকারের পক্ষপাতমূলক নীতির প্রতিফলন।

অন্যদিকে, পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ বজায় রাখতে এবং যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নিয়মিত নজরদারি চলবে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, দোল পূর্ণিমা ও হোলি উৎসব ঘিরে রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হতে পারে। সরকার ও বিরোধী পক্ষের এই অবস্থানের ফলে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয়, তা নজর রাখার বিষয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ৫৫ জন কর্মীকে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা, সঙ্গে ছিলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অফিসার ড. মহুয়া বর্মা।

নবান্নে ফুড সেফটি নিয়ে বৈঠক, কঠোর নজরদারি-সহ নেওয়া হবে নানা উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্য ও পানীয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক সচেতনতা প্রচার চালানো হবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নবান্নের তরফে প্রতিটি জেলায় খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন, ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারগুলির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো-সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত স্টেট লেভেল অ্যাডভাইজারি কমিটি অন ফুড সেফটি নিয়ে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, খাদ্যের গুণমান নির্ধারণে কোনও আপোষ করা হবে না। এই মুহূর্তে খাদ্যের গুণগত মানের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তবে, রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে উঠে আসতে চায় এবং তা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, সেই পরিকল্পনাই চূড়ান্ত করা হয়েছে এদিনের বৈঠকে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য ও পানীয়ের গুণমান রক্ষার জন্য দুটি মূল দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; প্রথমত, কঠোর নজরদারি, যাতে খাদ্যে ভেজাল বা নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার পুরোপুরি রোধ করা যায়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, যাতে পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা যায়, যাতে নাগরিকদের স্বাস্থ্যগত কোনও সমস্যার কারণ না হয়। মূলত এটাই ছিল এই বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য। জানা গিয়েছে, এই নজরদারি নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে। খাবার ও পানীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে বর্তমানে রাজ্যের হাতে থাকা প্রায় ৩০টি 'ল্যাবরেটরি অন হুইল' বা ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারগুলিকে আরও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হবে। এগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক পরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্যের মান যাচাই করবে। শুধু খাদ্য দপ্তরই নয়, এই উদ্যোগে স্বাস্থ্য দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারগুলিও ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি জেলায় খাবার ও পানীয়ের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। খাদ্যে ভেজাল রোধের পাশাপাশি, খাদ্যাভ্যাসজনিত সমস্যা প্রতিরোধে প্রচার কার্যক্রম চালানো হবে। বর্তমান সময়ে অনলাইন খাবার সরবরাহ এবং ক্লাউড কিচেনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তবে, এই পরিষেবার গুণমান নিয়ন্ত্রণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিবেশবান্ধব রাস্তা তৈরিতে অভিনব উদ্যোগ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবেশ দূষণ কমানোর এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। প্রতিদিন ঘরে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্য থেকে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, যা পরিবেশের জন্য হুমকি। তবে এবার সেই অপচনশীল প্লাস্টিকই কাজে লাগছে রাস্তা নির্মাণে। সাধারণ পিচের রাস্তার তুলনায় প্লাস্টিক মিশ্রিত রাস্তা যেমন বেশি টেঁকসই, তেমনই খরচও কম। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, প্লাস্টিক ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমবে। প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, তা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন পড়বে না, বরং তা রাস্তার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পাশাপাশি, পিচ রাস্তার তুলনায় এই রাস্তা অনেক বেশি টেঁকসই হবে, ফলে বারবার মেরামতেরও প্রয়োজন পড়বে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার সময় পিচ রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু প্লাস্টিক মিশ্রিত রাস্তা এই সমস্যা থেকে মুক্ত। রোদ, ঝড় বা বৃষ্টিতে রাস্তা শক্তপোক্ত থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। কলকাতার বেহালার বক্সি বাগানে প্রথম এই পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, যা পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। দেখা গেছে, বছরের পর বছর পার হলেও রাস্তার কোনো ক্ষতি হয়নি, এমনকী চাকার চাপে কোনো দাগও পড়েনি। ২০২৩ সালে ডায়মন্ড হারবার রোডের একটি বড় অংশ প্লাস্টিক মিশ্রণ দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়। মাঝেরহাট সেতু থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত এই রাস্তা আগের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত হয়েছে। এই সফলতার পর এবার খিদিরপুর থেকে একবালপুর পর্যন্ত পদ্ধতিতে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ মার্চ ২০২৫, ২৪ ফাল্গুন, রবিবার

কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনজনকে নিযুক্ত কলেজিয়ামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আইনজীবী স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র ও ওম নারায়ণ রাই কলকাতা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন। সংবিধানের ২২৬ ধারার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁদের আগামী দুই বছরের জন্য এই পদে অনুমোদন দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করলেও কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র তিনজনকে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। নতুন বিচারপতিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল টুইট করেছেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে পাঁচজনের নাম সুপারিশ করেছিল। চূড়ান্ত অনুমোদিত তিনজন ছাড়াও তালিকায় ছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তালে মাসুদ সিদ্দিকী ও কৃষ্ণরাজ ঠাকুর। তবে এই দু'জনের নাম আপাতত বিবেচিত হয়নি।

বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে ৭২টি অনুমোদিত বিচারপতির পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ৫২ জন। এর মধ্যে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনকে ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিশেষত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ভবিষ্যৎ নিয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম জানিয়েছে, তিনি ২০৩১ সালে দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার নেতৃত্বে কলেজিয়াম এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এই তিন নতুন বিচারপতির যোগদানের ফলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার বিভাগের কাজের গতি কিছুটা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

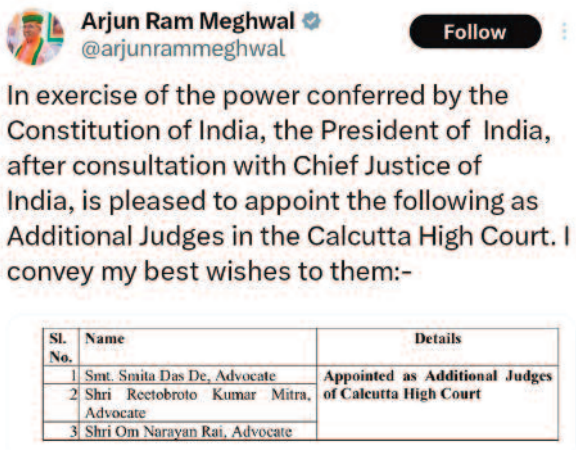

যাদবপুরের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের ৪-৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল। এর আগে শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গেছিলেন যাদবপুরের ঘটনায় আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা।

গত শনিবার তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান যাদবপুরের বামপন্থী, অতি বামপন্থী সংগঠনের সদস্যেরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে একাধিক ছাত্র আহত হন বলেই অভিযোগ। এই ঘটনার দায় উপাচার্যের বলে তাঁকে বৈঠকে বসার জন্য ডেডলাইন দিয়েছিল ছাত্ররা। তবে অসুস্থতার কারণে তিনি সময় দিতে পারেননি।

এরপরই যখন বিক্ষোভরত ছাত্ররা আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে সেই সময়ই জানা যায়, উপাচার্যের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে এবং তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর রক্তচাপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে ১৭০-৯০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চিকিৎসকদের আশঙ্কা ছিল, এতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই তাঁকে বাইপাসের

ধারের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ছাত্ররা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল যে তারা কোনও দাবি-দাওয়া রাখবে কিনা। যদিও প্রতিনিধি দলের তরফে বলা হয়েছে, সৌজন্যের খাতিরেই তারা অসুস্থ উপাচার্যকে দেখতে এসেছিলেন। কোনও দাবি করতে আসেননি। এদিকে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে তাঁর। আপাতত স্থিতিশীল বলা যায়। তাঁর চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস জানান, ২০১৫ সালে তাঁর বড় স্ট্রোক হয়েছিল। তাই এই বিষয়টি ভাবার রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ওষুধ চলছে এবং চিন্তা যাতে উনি কম করেন, তার চেষ্টা করছেন তাঁরা। স্বস্তির বিষয়, এমআরআই-তে খারাপ কিছু আসেনি। আর বাকি যে পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল তাও খারাপ নয়। একইসঙ্গে চিকিৎসক এও জানান, 'আমরা আস্তে আস্তে প্রেশার কমাই। কম করে ১০ থেকে ১৪ দিন তো সময় লাগবে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে।' তবে রক্তচাপ স্বাভাবিক না হওয়ার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলেননি তিনি। শুধু জানান, যা ঘটেছে বা ঘটছে তার জন্য ক্রমাগত চিন্তা করা একটা ফ্যাক্টর। আরও নানা কারণ থাকতে পারে। তবে মূলত ওই কারণেই কিনা, তা বলা যায় না। যাদবপুরের ঘটনা যে বড় প্রভাব তাঁর শরীরের ওপর ফেলেছে তা কার্যত স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁকে টিভি থেকে, মোবাইল থেকে, এই বিষয় নিয়ে লোকের সঙ্গে আলোচনার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁর চিকিৎসক।

কসবা কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও এক দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: কসবা কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও একজন 'দালাল'। এর আগে চঞ্চল মুখোপাধ্যায় নামে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময় সোমনাথ রায়কে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শুক্রবার রাতে সুভাষগ্রাম নতুনপল্লি থেকে সোমশুভ্র মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ চঞ্চলের মতো সেও টাকার বিনিময় সোমনাথকে একাধিক জায়গা থেকে লোন পাইয়ে দিয়েছিল।

প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, শিশুটির একটি শারীরিক সমস্যা ছিল। শিশুটিকে স্কুলে ভর্তির পর সেখানে গিয়ে যাতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয় তার জন্য চিন্তিত ছিলেন বাবা মা। তার একটি অস্ত্রোপচারও হয়। আরও একটি হওয়ার কথা ছিল। আর এই ব্যয় বহুল চিকিৎসার জন্য তারা ঋণের জালে জড়িয়ে যান। এদিকে তদন্তে নেমে আরও বেশ কিছু তথ্য আসছে পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে খবর,

রামলাল বাজার গড়িয়াহাট রুটে অটো চালাতেন ওই ব্যক্তি। দুটি অটো ছিল তার। একটি নিজে চালাতেন, অন্যটি ভাড়া দিতেন। ওই রুটের কয়েকজন চালক খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তারা জানান, ছেলের চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন সোমনাথ। সেই পাওনাদার বারবার টাকা চাইতে বাড়িতে আসতেন। এছাড়া তিনি নাকি ওই অটো চালকদের বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন সম্পত্তি নিয়ে তার মামা মামির সঙ্গে ঝামেলা চলছে। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর মিলছে, সোমনাথ ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়িতে মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সোমনাথের বিয়েও তার মামা মামি দিয়েছিলেন। সেই ভাবে তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়নি বলে জানাচ্ছেন তারা। তবে সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সোমনাথের মামা ও মামিকে। তাদের ১২ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিধাননগরে আইপিএস পরিচয় দিয়ে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগরে আইপিএস অফিসারের পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, ধৃতের নাম শেখ সাব্বির খান। পুলিশ সূত্রে খবর, বিধাননগরের ডিসি আনিস সরকারের নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছিল প্রতারক।

এরপর নিজেকে বিধাননগর পুলিশের ডিসি পরিচয় দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে মেসেজও করেছিলেন অভিযুক্ত। এরপর টাকা তোলার জন্য অভিযুক্ত নতুন ছক কষে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানান, তাঁর পরিচিত কোনও এক ব্যক্তি নিজের বাড়ির পুরনো আসবাবপত্র বিক্রি করবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উল্টো দিকে থাকা ব্যক্তিও রাজি হন সেই জিনিস কিনতে। সেই মতো টাকাও দিয়ে দেন তিনি। কিন্তু আসবাব আর পাননি। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত নামে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। এরপরই শুক্রবার রাতে সাব্বির খানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে জানতে পারে তদন্তকারীরা এর পেছনে বড় প্রতারণা চক্র কাজ করছে। এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ অতীতেও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। কোনও পরিচিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় ব্যবহার সমাজমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে মানুষের থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ। তা নিয়ে পুলিশ বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষকে সতর্কও করেছে।

সিগন্যালিংয়ে ত্রুটি, দমদমে বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: শনিবার সকালে ফের সমস্যা দমদম রেল স্টেশনে। কারণ, সেই সিগন্যালে ত্রুটি। সূত্রের খবর, এদিন দমদমের তিন নম্বর আপ লাইনে সিগন্যালিং প্রক্রিয়ার ত্রুটি ধরা পড়ে। স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বসে যায়। ফলে ম্যানুয়ালি কাজ করতে হয়। যে কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন লাইনের উপর দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। বেশ কয়েকটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় একাধিক লোকাল। এরফলে অনেক ট্রেনই দেরিতে চলে। এদিকে একেবারে 'পিক টাইমে' আচমকা এই সমস্যায় চরম ভোগান্তির শিকার হন অফিসযাত্রীরা।

এই খবর পাওয়া মাত্রই সিগন্যাল সারাইয়ের কাজে নেমে পড়েন রেলের ইঞ্জিনিয়ররা। সূত্রের খবর, এদিন সকাল ৮টা বেজে ৫৮ মিনিটে প্রথম ত্রুটি দেখা যায়। রেলের তরফে জানানো হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। একপ্রকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজের পর প্রায় ১ ঘণ্টা পর ৯টা বেজে ৫৬ মিনট থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে পরিষেবা। লাগাতার এই জাতীয় সমস্যায় এবার সত্যিই প্রশ্নের মুখে রেলের সামগ্রিক পরিকাঠামো।

রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলোকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছেন মলয় ঘটক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জগদ্দলের ত্রাস টিপুয়াকে শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করেছিল ভাটপাড়া থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের একটি খুনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আদালত। ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান লাইনে তাঁর বাড়ি থেকেই মহম্মদ টিপু ওরফে টিপুয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও ব্যারাকপুর আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেল কুখ্যাত অপরাধী টিপুয়া। টিপুয়া জামিন পেতেই সুর চড়ালেন ব্যারাকপুর প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, নিম্ন আদালতগুলোকে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন রাজ্যের আইন সচিব। কিন্তু এখানে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর অভিযোগ, একটা খুনের ঘটনায় যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। কোনওমতেই ১৫ দিনের আগে জামিন হয় না। অথচ সেই অপরাধী জামিন পেয়ে গেল। তাঁর অভিযোগ, আইনমন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে রাজ্যের আইন সচিবকে কাজে লাগিয়ে টিপুয়াকে জামিন করা হল। তাঁর বক্তব্য, টিপুয়াকে এনআইকে ধরলে, প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় জগদ্দলের বিধায়কের যোগ থাকার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসবে। তাই জগদ্দলের বিধায়ককে বাঁচাতে এসব খেলা চলছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও অভিযোগ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১১১ ধারায় অর্থাৎ সংগঠিত অপরাধের জন্য টিপুয়ার বিরুদ্ধে মামলা চলছে। তাছাড়া ওর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১১০ ধারায়ও

মামলা চলছে। সেইসঙ্গে একটি খুনের মামলায় ওর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। তবুও কি করে জামিন পেল টিপুয়া, তা নিয়ে শনিবার প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর হুঁশিয়ারি, এই মামলার বিরুদ্ধে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের ভাটপাড়া থানার ওসিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে এদিন তিনি দাবি করেন। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড়ের কাছে ঘোষপাড়া রোডে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে সেই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে তদন্তকারীরা। টিপুয়ার জামিন নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ২০২১ সালের একটি খুনের মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল টিপুয়ার বিরুদ্ধে। শুক্রবার ভাটপাড়া থানার পুলিশ ওই মামলায় সঙ্গে এনআইএ মামলা যুক্ত করে ওকে ব্যারাকপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত এনআইএ মামলায় নজর না দিয়েই ওকে জামিন দিয়ে দিল। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এই টিপুয়া। তাঁর অভিযোগ, টিপুয়া ধরা পড়লে জগদ্দলের বিধায়ক গ্রেপ্তার হতে পারেন। সেই আশঙ্কায় তৃণমূল সরকার এবং স্থানীয় পুলিশ প্রভাব খাটিয়ে ওকে জামিন করে দিল। এতে রাজ্যের প্রশাসনের ওপর আস্থা হারালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

সুজয়কৃষ্ণকে টাকা দিয়ে প্রতারিত মমতার নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানও নিয়োগ দুর্নীতিতে সুজয়কৃষ্ণকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন, এমনটাই জানাচ্ছে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, একুশের নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন এই শেখ সুফিয়ান। শুধু তাই নয়, এই শেখ সুফিয়ান বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তাঁর 'জাহাজ বাড়ি'-র কারণে। এমনই তাবড় তৃণমূল নেতা চাকরির জন্য চার কোটি টাকা দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'-কে। সিবিআইকে দেওয়া বয়ানে এমনই দাবি এক সাক্ষীর।

আদালতে দেওয়া সিবিআই-এর নথি থেকে জানা যাচ্ছে, প্রাথমিক ও এসএসসির তালিকা সুজয়কৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন শেখ সুফিয়ান। টাকা দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের এজেন্ট অরুণ হাজরাকে। এখানেই শেষ নয়, সাক্ষীদের বয়ানে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। কাকুর বাড়িতে টাকা যেত টিভির বাক্সে। টাকার লেনদেনের সময় বন্ধ রাখা হত সুজয়কৃষ্ণের নিউ আলিপুরের বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা।

আইনজীবী সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই শেখ সুফিয়ানই বলতে পারবেন উনি

নেতার কথায় না নেত্রীর কথায় টাকা দিয়েছিলেন। উনি তো বিশ্বস্ত সেনার একজন। আমি তো এটাও জানি অনেক তৃণমূল কর্মী নিজেকে তৃণমূলের সৈনিক পরিচয় দেওয়ায় তাদের শুনতে হয়েছে, অন্যদের থেকে দশ নিচ্ছি, তুমি ছয় দাও।' অপরদিকে, বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'আজ যদি সুফিয়ান এই কথা বলে তাহলে কাকে দিয়েছেন আর কার নির্দেশে এই টাকা দিয়েছেন তা বলে দিলে সুবিধা হয়।'

যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল এসএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ক'দিন আগে বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে গোটা দমদম এলাকায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামে পোস্টার সাঁটা হয়েছিল 'সন্ধান চাই' বলে। এবার তারই খাসতালুক দমদমে যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার মিছিল করল এসএফআই। শনিবার বিকেলে দমদম থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয়। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই কারণে ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হয় পুলিশের তরফ থেকে।

এদিনের মিছিল থেকে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'আমি বারবার বলছি ব্রাত্য বসু একজন ক্রিমিনাল। কিন্তু উনি যদি ক্রিমিনাল না হন সেটা তো তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের একেবারেই ভালো লাগছে না শিক্ষামন্ত্রীকে ক্রিমিনাল বলতে। এর থেকে বাঁচবার একটাই উপায় ব্রাত্য বসুর হাত থেকে শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট সরিয়ে নেওয়া।'

বস্তুত, ব্রাত্য বসুকে 'ক্রিমিনাল' আখ্যা দিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে লেকটাউন, কালিন্দি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে গোটা দমদম এলাকায় পোস্টার সাঁটা হয়েছিল আর ওই পোস্টারে লেখা হয়েছিল 'ওয়ান্টেড! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্রের উপর গাড়ি চাপা দিয়ে পলাতক।' এর ঠিক ওপরে ছিল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ছবি। শুধু তাই নয়, সেই পোস্টারে আরও লেখা হয়, যে 'সন্ধান পেলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানান।'

গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার রেশ এখনও কাটেনি। ওই দিন হামলা হয়েছিল মন্ত্রীর গাড়িতে। তাতে আহত হন ব্রাত্য। আবার পড়ুয়াদের অভিযোগ, মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন এক ছাত্র। যা নিয়ে তরজা এখনও তুঙ্গে। সেই আবহেই ঝাঁঝ বাড়াতে পথে নামল এসএফআই।

ওমপ্রকাশ মিশ্রর বাড়িতে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশকে ভর্ৎসনা করতেই নড়েচড়ে বসল লালবাজার। এরপরই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তাঁরা। শুধু তাই নয়, শনিবার ওমপ্রকাশের বাড়িতে যায় পুলিশ। সূত্রে খবর, যাদবপুর কাণ্ড নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে।

ওয়েবকুপার সভাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় অনেক ছাত্র আহত হয়। অনেককে শারীরিকভাবে হেনস্তাও করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ব্রাত্য, ওমপ্রকাশদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, মহিলাকে মারধর, শ্লীলতাহানি, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, যাদবপুরের ঘটনায় গত বুধবারই পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন এফআইআর দায়ের করা হয়নি, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন বিচারপতি। আদালতের সেই হুঁশিয়ারির পরই এ বিষয়ে পুলিশ পদক্ষেপ করে। তবে শুধু ব্রাত্য বা ওমপ্রকাশ নন, যাদবপুর কাণ্ডে এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্যকেও তলব করে পুলিশ। শনিবার সন্ধেয় থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। ওই দিনের অশান্তির ঘটনায় তাঁর কাছে কী ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ রয়েছে তা সঙ্গে নিয়ে সৃজনকে থানায় যেতে বলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের দাবি, যেহেতু সেদিনের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে তাই ওই ঘটনা সম্পর্কিত যার কাছে যা তথ্য রয়েছে তা চাওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অশান্তির ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য এবং এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্যকে। তারই জেরে এই তলব কিনা তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। যদিও সৃজন জানান, তিনি সবরকম সহযোগিতা করবেন পুলিশের সঙ্গে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ৩ ছাত্রকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

পাটুলির উপনগরী ক্লাবের মাঠে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন ও তেজস্বিনী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সমাপনী অনুষ্ঠানে সায়নী ঘোষ ও পুলিশ কমিশনার। ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

এক শ্রেণির অসাধু প্রোমোটার কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে দাপাচ্ছে

কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বহুতল আবাসন তৈরি হওয়ার সময় নিম্নমানের মালমশলা ব্যবহারের অভিযোগ উঠছে। কলকাতার মাটির নীচে থাকা পলিমাটির ভারবহন ক্ষমতা তুলনায় কম। এ ছাড়াও শহরের বহু অংশে জলাজমি, নিচু জমি, মজে যাওয়া পুকুর, খাল বুজিয়ে নির্মিত হচ্ছে একের পর এক বহুতল। নরম মাটিতে অগভীর ভিতের বাড়িতে ছেয়ে গেছে সারা শহর। কিন্তু নির্মাণের সময় তা খতিয়ে দেখেননি পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। যে কোনও বাড়ি নির্মাণের সময় প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে কি না, তা দেখা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব। নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ যথাযথ ভাবে অর্থাৎ প্ল্যান অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তাও খুঁটিয়ে দেখা তাঁদের দায়িত্ব। তা ছাড়া প্ল্যান বহির্ভূত কাজ এবং ভাল মানের মালমশলা ব্যবহার করা না হলে তাঁরা বাধা দেবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু কলকাতা পুরসভা ও তার বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজে গাফিলতির সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু প্রোমোটার কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কলোনি ও বস্তি এলাকায় যে বহুতলগুলি নির্মিত হয়, সেখানে বিল্ডিংয়ের চার দিকে কতটা জমি ছাড়া হল তার পরোয়া করেন না কেউই। সবাই নিয়ম ভেঙে যতটা বেশি জায়গা জুড়ে বাড়ি করা যায়, তার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া বস্তি এলাকায় প্ল্যানে যে ক'টি তলের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তার থেকে অনেক বেশি তল বেআইনি ভাবে নির্মাণ করা হয়। কেউই নিয়মের পরোয়া করেন না বলে কোনও অভিযোগও জমা পড়ে না। ফলে কোনও তৎপরতাও দেখায় না পুরসভা। কলকাতার কলোনি এলাকায় নির্মাণের ক্ষেত্রে পুর আইনের কিছু ছাড় থাকলেও, বাড়ির কাঠামোগত স্থায়িত্ব কিংবা মাটির ধারণক্ষমতা যাচাই ছাড়া বহুতল নির্মাণের উপর নিয়ন্ত্রণ সেখানেও জরুরি। কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, বেআইনি নির্মাণ রোধে তিনি বদ্ধপরিকর। তবে গোটা শহরের কোথায় কোথায় বেআইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা খুঁজে বার করা পুরসভার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষেরও এ ব্যাপারে পুরসভার সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। বিরোধীরা অবশ্য এই সব অবৈধ নির্মাণের সমস্ত দায় শাসক দলের উপর চাপিয়ে দিতে চান। সরকার পক্ষের অভিযোগ, এই প্রোমোটার রাজ শুরু হয়েছে আগের বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। এই রাজনৈতিক তরজায় অসহায় অবস্থা সেই সব বাসিন্দার, যাঁরা বহু টাকা ব্যয় করে ফ্ল্যাটগুলি কিনেছেন!

শব্দবাণ-২১৪

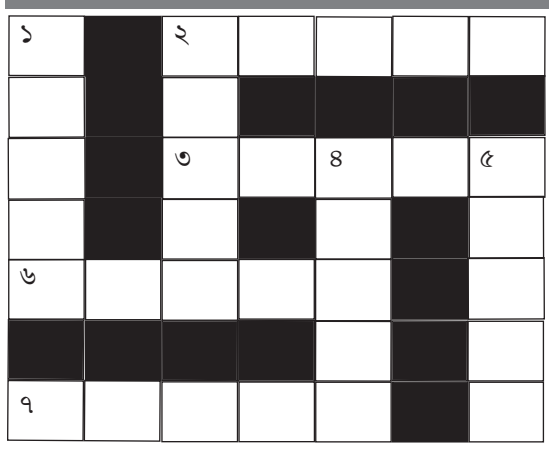

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সূর্য ৩. কথাবার্তা, নানাধরনের আলাপ ৬. মনোহারী ৭. বাঙালি বানানো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ক্রীতদাস ২. ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ৪. তুকতাক ৫. বাইরের জগৎ।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৩

পাশাপাশি: ১. বেসাতি ২. নিকেত ৫. ঢোসকা ৮. কবিলা ৯. অম্বল।

উপর-নীচ: ১. বেসিন ৩. তকমা ৪. আসন্ন ৬. ভূর্লোক ৭. চোখল।

জন্মদিন

আজকের দিন

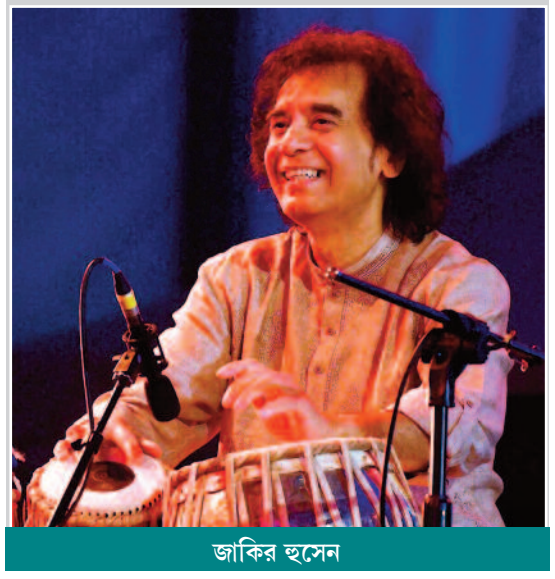

জাকির হুসেন

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ করণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট তবলাবাদক জাকির হুসেনের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ শামির জন্মদিন।*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনেও নারীদের প্রতি আজীবন অসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে আন্তরিক না হয়ে বরং অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত । রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে চিরসবুজ । দাম্পত্যজীবনের বাইরে তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি হৃদয়স্পর্শী । শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রেমিকসত্তা অবিচ্ছিন্নপ্রায় । অন্যদিকে পাগড়িশোভিত রাশভারি প্রকৃতির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রেমিকের দৃষ্টিটি কত মনোরম করে তাঁর রচনায় মেলে ধরেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম স্ত্রী ষোলো বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেও তাঁর সেই ষোড়শী মোহিনীর রূপসুধায় বিমুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে হৃদয়লোকে চিরস্থায়ী করে রেখেছিলেন। এজন্য দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ (১৮৬০) করেও প্রথমের আলোর রোশনাই ছিল অমলিন । তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে সেই কিশোরী রূপসীর কথা ফিরে ফিরে এসেছে । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এগারো বছরের বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ছয় বছরের মোহিনীর বিয়ে হয়েছিল ১৮৪৯-এ। মোহিনীর অকাল প্রয়াণে ১৮৫৯-এ দশ বছরের দাম্পত্যজীবনের ছেদ পড়ে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও ছিলেন অসাধারণ মোহময়ী সুন্দরী। তাঁদের দাম্পত্যপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য । শুধু তাই নয়, তাঁর সুন্দরী নায়িকাদের মধ্যেও রাজলক্ষ্মীকে খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের নিরস কঠিন মুখোশের অন্তরালে তাঁর প্রেমিক দৃষ্টির পরশ পাঠকমানসেও সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ বড়ই অভাগা । তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের আভিজাত্যের বিস্তৃতিতে প্রকৃত প্রেমের ঠাঁই মেলানো দুরূহ হয়ে ওঠে । যেন বিভূতিভূষণের প্রকৃতির হাতছানিকে উপেক্ষা করে মানবীয় প্রেমের অবকাশ ছিল না। শুধু তাই নয়, মনে হতে পরে পারিবারিক জীবনেও তাঁর বন্ধনভীরু প্রকৃতির সক্রিয় উপস্থিতিতে কখনওই প্রেমের অন্তরিক পরশ নিবিড় হতে পারে না। অন্যদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার নিবিড় হাতছানি তাঁকে আনমনা করেছিল বলে তাঁর উদাসীন মনের সচলতাও জনমানসে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। একে প্রকৃতিপ্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন এঁটে বসেছিল, তার ওপর আধ্যাত্মিকতার অপ্রাকৃত পরিসর তাতে সক্রিয় হওয়ায় আপনাতেই সেই জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে মানবীয় প্রেম উচ্চকিত হতে পারে না। অথচ বিভূতিভূষণের প্রেমিক প্রকৃতিটি তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের মতো সত্য ও সবুজ । শুধু তাই নয়, তাঁর পারিবারিক জীবনের পরতে পরতে রয়েছে অমোঘ আকর্ষণবোধ। সেখানেও তাঁর নিখাদ ভালোবাসার পরিসর সংগুপ্ত তো ছিলই না,বরং উন্মুক্তপ্রায় । প্রেমিক হিসেবে বিভূতিভূষণের আন্তরিক বিভূতিও তাঁর ভূষণ মনে হয় । শুধু তাই নয়, প্রেমের প্রতি নিবেদিত প্রকৃতিতেও তিনি অনন্য, অসাধারণ। সেখানে শুধু দাম্পত্যপ্রেমই নয়, তার বাইরেরও তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস বিচরণ বর্তমান ।

বিভূতিভূষণের প্রথম স্ত্রী গৌরীর দাম্পত্যজীবন মাত্র এক বছরের । চতুর্দশী গৌরী পূর্ণ ষোড়শী হতে পারেননি। অথচ বিভূতিভূষণ তাঁকে বয়ে চলেছেন আজীবন । তাঁর স্মৃতিকথাতেও গৌরীর কথা এসেছে বারবার। বিচ্ছেদের মাধ্যমে যেমন প্রেমের গভীরতা স্পটতা লাভ করে, ক্ষেত্রান্তরের মধ্যে তেমনই তার প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ গৌরীর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বছর পরে অর্থাৎ ছেচল্লিশ বছর বয়সে কল্যাণী তথা রমাকে বিয়ে করেছিলেন। অথচ সেই বিয়ের বাসরঘরেও গৌরীর সদম্ভ উপস্থিতি । ভাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুব্ধউপল-ব্যথিত গতি'তে জানিয়েছেন 'দিদির (রমা /কল্যাণী) কাছে শুনেছি ওঁদের ফুলশয্যার রাত্রে বড় ঠাকুর শুধু মার কথা ও প্রথমা স্ত্রী গৌরীদির কথা বলেছিলেন এবং বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছিল । দিদিও না কেঁদে থাকতে পারেনি। বড় ঠাকুর বলেছিলেন, জানো কল্যাণী, গৌরীর ফুলশয্যা প্রচুর চাঁপাফুল দিয়ে হয়েছিল।... চাঁপাফুলের প্রতি বড় ঠাকুরের একটি অসীম ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। ঐ ফুল তাঁর প্রিয় ছিল বলে আমরা ঘাটশিলাতে এবং দিদি ব্যারাকপুরের বাড়িতে চাঁপাগাছ লাগিয়েছিল।' অন্যদিকে গৌরীর লেখা চিঠিগুলি বুকের পাঁজরের ন্যায় আগলে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। প্রথমদিকে সেগুলি তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন। সহপাঠীবন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নজরে তা এসেছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীর নকশাকরা হাতপাখাও বিভূতিভূষণ আগলে রেখেছিলেন, তাও তাঁর চোখে পড়েছে। 'The Hand Great Anarch !'-এ তিনি লিখেছেন 'I always noticed a packet of papers in his breast pocket– and an embroidered handéôémade fan by his pillow. He never referred to them– nor did I ask. But I could easily guess that the packet contained the few letters his wife had written to him– and that the fan was made by her.' অন্যদিকে সেই স্মৃতিবহ চিঠিগুলি অতি যত্নে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। যমুনা ও কল্যাণী দুজনেই সেই চিঠি দেখেছিলেন এবং পড়েওছিলেন। যমুনার কথায় '....খুব পাতলা পাঁজির কাগজের মতো সাদা পেডের কাগজে কাগজে গৌরীদি বড় ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন । সেই পেডের কাগজের উপর আবার একটি ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখীর ছাপ ছিল আর তার নীচে লেখা ছিল '' যাও পাখি বোল তারে / সে যেন ভোলে না মোরে।'" বিভূতিভূষণ যে ভোলেননি, তা স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই প্রতীয়মান । তাঁর গৌরী অতুলনীয়া। তাই পাড়ার নতুন বউ দেখেও তাঁর অতৃপ্ত মনের খোলসটি বেরিয়ে আসে। বিভূতিভূষণের ভাগ্নী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ('অন্তরঙ্গ বিভূতিভূষণ') সেকথা সজীব হয়ে ওঠে, 'গৌরী যেমন নিচু মুখে সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালত, পায়ে তোড়া মাথায় আঁচল তেমন মুখ আর দেখলাম কই ?' বিভূতিভূষণ তাঁর লক্ষ্মীশ্রী সমন্বিত গৌরীকে হরের ন্যায় আপন করে যাপন করেছিলেন । তাই বলে এজন্য তাঁর কল্যাণীর প্রতি তাঁর প্রেমবোধের অভাব ছিল না ।

আসলে বিভূতিভূষণ আদ্যন্ত প্রেমিক প্রকৃতির। বয়সের ভার তাঁকে কখনও ভারী করতে পারেনি। প্রেমের পরশে তাঁর সহজাত সজীবতা আপনাতেই ঊর্মিমুখর। পনেরো বছরের কল্যাণীকে ছেচল্লিশ বছর বয়সে আপন করে নেওয়ার পরিসরে বিভূতিভূষণের উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি। কত সহজে তাঁর প্রেমানুভূতি নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৯-র ২০ নভেম্বর পরিচয়ের বছরখানেকের মধ্যে পরিণয় (৩ ডিসেম্বর ১৯৪০)। ১৯৪০-এর ১১ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে বিভূতিভূষণ তাঁর সদ্য পরিণীতাকে অকপটে তাঁর প্রেম নিবেদন করে জানিয়েছেন '.... তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে ? আমার যে স্ত্রী আছে এখনও যেন সে-কথা আমার মনেই হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না।... মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম---স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা...হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোন জীবনে মধুর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী....।' অথচ সেই কল্যাণীর কাছেই বিভূতিভূষণ গৌরীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন অকপটে। কল্যাণীর হাসিতে গানে ভরপুর জীবন। তাঁদের সেই অসম বয়সের পারস্পারিক প্রেমানুভূতি কত তীব্র ছিল যেখানে গৌরীর অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, তা সাধারণভাবে ভাবাই যায় না । আসলে বিভূতিভূষণ যেমন কল্যাণীর মধ্যে গৌরীকে খুঁজে ফিরেছিলেন, তেমনই কল্যাণীও গৌরীতে আপন হতে চেয়েছিলেন। 'উৎকর্ণ'-এ বিভূতিভূষণ সে কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'বারাকপুরে কল্যাণী আর আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর ।....কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম....কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝেরগাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।...অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। — নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে।' সেদিক থেকে বিভূতিভূষণের 'গৌরিকুঞ্জ'কে কল্যাণী আপন করে নিতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩৪৬-এ আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ অশোক গুপ্ত বিভূতিভূষণের কাছে পাঁচশ টাকা ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর ঘাটশিলার বাড়িটি তাঁকে প্রদান করেছিলেন। বিভূতিভূষণ সেই বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'গৌরীকুঞ্জ'। অবশ্য সেই কুঞ্জের বাইরেও বিভূতিভূষণের কুহুরব শোনা গেছে।

গৌরী ও কল্যাণীর মাঝের তেইশ বছরে যে-দুজন বিভূতিভূষণের হৃদয়ে আলো ফেলেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব । স্বগ্রাম বারাকপুরের খুকী তো তাঁর স্নেহের ভিখারিণী থেকে মর্মসহচরী হয়ে উঠেছিল। তাঁর অকৃত্রিম সজীব প্রাণের পরশে বিভূতিভূষণ অসম বয়সি জেনেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একসময় তাঁকে বিয়ের কথাও বলেছিলেন। ১৯৩৪-এর ১০ জুনের দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কত কথা হলো। আমি বল্লুম, তুই বাঁড়ুয্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাসলে---বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে ।....' এখনে পাঠকমনে 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণের সেই ভানুমতীকে বিয়ে করার সদিচ্ছার কথা জেগে উঠতে পারে। আসলে বিভূতিভূষণের সেই প্রেমিক সত্তাটি ছিল একান্তভাবেই নিখাদ আন্তরিক । এজন্য তাঁর মনের জানালাটি সকলের কাছে দরজা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্বচ্ছ মনে কোনওরকম আবিলতা ছিল না। যখন তিনি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সুপ্রভা চৌধুরীর পরশ পেলেন, তখন তাঁকেও আপন করে নিতে বেশ সময় লাগেনি। বরং তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন । ১৯৩৮ টি ১০ অক্টোবরে চিঠিতে তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি 'কত লোকের অর্থাৎ কত মেয়ের সঙ্গে তো তারপর আলাপ হোল--- কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম আমলে যে ভালবাসা, এমনটি আর হোল কৈ আর কারো সঙ্গে? তা হয় না। একজায়গায় একবার হোলে দু'জায়গায় হয় না। আমি কথাটা এতদিন ভাল বুঝতাম না---আজকাল বুঝি।' শুধু কি তাই ? তাঁর প্রেম কত গভীর হতে পারে, তার পরিচয়ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭-এ পুজোর সময়ে লেখা চিঠিতে সুপ্রভাকে জানিয়েছেন বিভূতিভূষণ 'তোমার পার্সেলটা গত বৃহস্পতিবার হাটে পেয়েছিলুম। জিনিসগুলো ভারী চমৎকার হয়েচে.... বালিশ ঢাকনিটা বেজায় সৌখীন, ও বালিস যে কোথায় পাতবো বুঝতে পারচি নে। রুমাল ভারী সুন্দর, তোমার হাতের কাজ বলে জিনিসগুলো আমার কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে যে ওসব আমি আর ব্যবহার করতে পারবো না। পাছে এটা ছিঁড়ে যায়, পাছে ওটা ধোপার বাড়ী কাচতে গেলে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ব্যবহার করবো।' সেই সুপ্রভার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ বিভূতিভূষণ আজীবন বহন করেছেন। শুধু তাই নয়, সুপ্রভার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এরূপ গভীর প্রেমের প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ তাঁর জীবনের অভিমুখকে গতিশীল রাখতে পেরেছিলেন। স্বয়ং সুপ্রভা চৌধুরী তাঁর 'স্মৃতির রেখা'য় সেকথা জানিয়েছেন, 'যদিও তাঁর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা ছিল, তাঁর জীবনের অবিরল গতিময়তাই তার উৎস মনে হোত।' প্রেমের সার্থকতা তো পরিণতিতে নয়,প্রবহমানতায়। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ আজীবন তার প্রেমকে বহন করেছেন, কিন্তু বাহন করেননি। তাঁর সাহিত্যে সেই প্রেম আটকে পড়েনি। কেননা তিনি তা চাননি বলেই। অন্যদিকে তা সত্য বলে চিঠিপত্রে দিনলিপিতে আন্তরিক করে তুলেছেন। অথচ তাঁর এই মহত্বের দিকটিতে আলো না পড়ায় তা পাঠকসাধারণের কাছে অনালোকিত অন্তরায় হয়ে রয়েছে ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্চম জলঙ্গি দিবস পালন

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় নদীয়ার কৃষ্ণনগর, তেহট্ট, হাঁসপুকুরিয়া, রাধানগর, চাঁদের ঘাট, করিমপুর, স্বরূপগঞ্জ প্রভৃতি জনপদে জলঙ্গি নদীর বিভিন্ন ঘাটে হয়ে গেলো অকাল দীপাবলি। এছাড়া ধূপগুড়িতে কুমলাই নদী, শান্তিপুরে সুরধুনী নদী এবং জালালখালিতে অঞ্জনা নদীর তীরেও জ্বলে উঠলো প্রদীপ। কৃষ্ণনগরে জলঙ্গির বিসর্জন ঘাটে প্রদীপের আলোর স্নিগ্ধতায় 'যদি সুর খুঁজে পাই সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' - এর শিক্ষার্থীরা গেয়ে উঠলেন 'জলঙ্গি তোর মনের কাছে / কান পেতেছি যেই / বললে আমায়, ফিরবে তুমি / রঙিন শ্রাবণেই...'। গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করলেন 'জয়িতা ড্যান্স একাডেমি'র ছাত্রীরা। এভাবেই এদিন সারা নদীয়াজুড়ে পালিত হলো পঞ্চম 'জলঙ্গি দিবস'। বিগত পাঁচ বছর ধরে অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি' রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিনে পালন করে আসছে 'জলঙ্গি দিবস'। কোনও একটি নদীর নামে একটি দিন উদযাপনের এইরকম দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। এদিন দুপুরে কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে 'সেভ জলঙ্গি' একটি অন্তর্দেশীয় সেমিনারের আয়োজন করে। বিষয় - 'বাংলার নদনদীর পুনরুজ্জীবন ও স্থায়ী পরিবেশমুখী অভ্যাস গড়ে তোলা'। সেখানে চারটি বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশন করা হয় - ১) গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে পচনশীল বর্জ্য আলাদা করে ঘরোয়াভাবে বা পৌরস্তরে কিভাবে পুনর্ব্যবহার করা যাবে ? ২) একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দূরীকরণে কিভাবে ধাপে ধাপে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও প্রশাসন এগিয়ে আসবেন ? ৩) ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার সংকটজনক, সমাধান কি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ? ৪) নিত্য পুজোর ফুল প্লাস্টিকে মুড়ে নদীতে না ফেলে ঠাকুর পুজোয় কিভাবে পুনর্ব্যবহার করা যাবে ?

এদিনের সেমিনারের অন্যতম বক্তা অধ্যাপক দেবযানী চক্রবর্তী ভৌমিক বলেন, এই নশ্বর পৃথিবীতে একমাত্র অবিনশ্বর হলো প্লাস্টিক। জীবনানন্দের জন্মদিনে তিনি উচ্চারণ করলেন কবির কথা - 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। ইকোফেমিনিজমের কথাও শোনা গেলো তাঁর মুখে। নারী যেমন পুরুষের হাতে আক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনভাবেই প্রকৃতি আক্রান্ত হয় মানুষের হাতে। তিনি আরও জানান, এখন মাত্র এক শতাংশ প্লাস্টিকের রি-সাইক্লিং করা হয়। তাহলে, বাদবাকি কোথায় যায়, প্রশ্ন তোলেন তিনি। নদীপ্রেমী দেবযানী সব সময় চান ছাত্র-ছাত্রীদের মনে নদীপ্রেম সঞ্চার করতে। তাই, এদিন তিনি তাঁর অধীনে গবেষণারত কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। অধ্যাপক বলাইচন্দ্র দাশ বলেন, বেশিরভাগ বাড়িতেই অন্যান্য বর্জ্য ও প্লাস্টিক একসাথেই ফেলে দেওয়া হয়। শেষমেশ তা জমা হয় আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় বা পুকুরে। রাজ্য প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ-অধিকর্তা ডা সারিকুল ইসলামের কথায়, মানবসম্পদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাণিসম্পদ ও প্রাকৃতিকসম্পদ। অধ্যাপক জয়ন্তকুমার বিশ্বাস বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্লাস্টিক দূরীকরণ নিয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়, Waste মানে we are spoiling the environment. অধ্যাপক জলি চ্যাটার্জি কিভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় এবং কিভাবে মাটিতে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত সঠিকভাবে বজায় রাখা যায়, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। অধ্যাপক তন্ময় সান্যাল বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার বৃদ্ধিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ভূমিকা নিয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। অধ্যাপক আজনারুল ইসলাম বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার নিয়ে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছেন।

কৃষ্ণনগর অক্ষয় বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাগরিকা দাশগুপ্তের কথা থেকে জানা গেলো, দুই বন্ধু অঙ্কিত আগরওয়াল ও প্রতীক কুমার ২০১৫ সালে মকরসংক্রান্তির সকালে কানপুরে গঙ্গার ঘাটে নদীর হতশ্রী অবস্থা দেখে ব্যথিত হন। তারপর সমাজের নানান স্তরের মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তাঁরা ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন মন্দির থেকে পুজোয় ব্যবহৃত ফুল সংগ্রহ করে তা থেকে ধূপকাঠি, আবির, সার প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করছেন। তাঁদের এ কাজে যুক্ত হয়ে এখন তিন শতাধিক মহিলা স্বনির্ভর হয়েছেন। শ্রীমতী ছবি চ্যাটার্জি মিত্র এবং শ্রীমতী দিগন্তিকা চৌধুরী জানালেন, তাঁরা নিজ নিজ উদ্যোগে কৃষ্ণনগরের বুকে পুজোয় ব্যবহৃত ফুল থেকে আবির, ধূপকাঠি, প্রসাধনী দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করছেন।

শ্রী প্রণয়কুমার ঘোষ বলেন, গরিব মানুষের রুটি-রুজির যথাযথ ব্যবস্থা না হলে, পরিবেশের ওপর আঘাত আসবেই। শ্রী সুস্মিত হালদারের কথায়, জনপ্রতিনিধিরা যত দিন না সুশিক্ষিত হচ্ছেন আর যত দিন না পর্যন্ত তাঁদের মনে ঠিকমতো পরিবেশ ভাবনা জাগ্রত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত পরিবেশের কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। ভূগোলের শিক্ষক শ্রী সুরজিৎ সাহার কথায়, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।তিনি উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানী জেমস হাটনের কথা - Present is the key to the past - অর্থাৎ বর্তমানে যা কিছু দেখছি, অতীতে তার কিছু চাবিকাঠি আছে। আগামী প্রজন্মের সাপেক্ষে আমরা অতীত। তাই, আগামী প্রজন্ম যেন ভাবতে পারে, অতীতে কিছু ভাবনা-চিন্তা হয়েছে আর তার ফলেই তারা একটি সুস্থ পরিবেশ পেয়েছে। এই কথাকেই মান্যতা দিয়ে 'সেভ জলঙ্গি' ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তীব্র জলকষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে জলঙ্গি ও অঞ্জনাসহ নদীয়া জেলার সমস্ত নদনদী ও জলাশয়কে বুক দিয়ে আগলে রাখতে এগিয়ে চলেছে। আন্দোলন তাঁদের হাতিয়ার। অসুস্থ নদী ও জলাশয়ের জন্য বিশল্যকরণী আনতে নদীপ্রেমী এই সংগঠন বদ্ধপরিকর। 'সেভ জলঙ্গি'র মনে প্রতিনিয়ত অনুরণিত হয় নদীপ্রেমী কবি ঋত্বিক চক্রবর্তীর 'ফিরে পেতে চাই জলঙ্গির ডাঙা' কবিতার শেষ দুই লাইন - 'প্রস্তুত হও। সবুজ করুণ। আমরা সাফাইসঙ্গী / বাঁচিয়ে রাখব, বেঁচে থাকবেই রূপসা জলঙ্গি।'

গলার নলিকাটা স্ত্রী, স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় কুলটির আলডি এলাকায়। রূপকুমার বাউরি (৪০) ও মালা বাউরির (৩৫) অস্বাভাবিক দেহ উদ্ধার হল শনিবার সকালে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, রূপকুমারের দেহ ঝুলছিল সিলিংয়ে। মালার রক্তাক্ত দেহ পড়েছিল মেঝেতে। গলায় ক্ষত। কুলটির আলডি গ্রামের ঘটনা। অনুমান স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। প্রথমে স্ত্রী মালার গলার নলি কাটে স্বামী। তারপর নিজের গলার নলিতে ধারালো কিছু দিয়ে কাটার চেষ্টা করে। অসফল হওয়ায় গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়ে রূপকুমার। তাই হাসপাতালে দেহ দু'টি নিয়ে আসার পর দু'জনের গলাতেই ক্ষত ও রক্ত দেখা গিয়েছে।

দু'জনের গলা নিখুঁতভ াবে কাটা বলে

হাসপাতাল সূত্রের খবর। রূপকুমার পেশায় রাজমিস্ত্রি। কখনও গাড়ি চালাতেন। মালা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। তাদেরকে চার মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সংসারে অভাব নিয়ে প্রায় অশান্তি লেগে থাকত।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, অনেক জায়গায় ঋণ ছিল তাঁদের। প্রায়ই লোনের তাগাদা দিতে আসতেন কারবারিরা।

শুক্রবার রাতে স্বামী স্ত্রী একটা রুমেই ছিলেন রাত্রে। পাশের রুমে ছিল তিন মেয়ে। তারা শনিবার সকালে মা বাবাকে ঘুম থেকে ওঠাতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখেন। পাশে বিয়েবাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত ডিজে বাজায় তারা কিছু আওয়াজ পাননি। একাংশের অনুমান, স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। তবে স্বামী স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল কিনা সেনিয়েও উঠছে প্রশ্ন। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের পর বোঝা যাবে ঠিক কী ঘটেছিল। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাজ এলাকার ছেলের, বহিরাগতদের এলাকাছাড়া করার নিদান নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: কাজ পাবে এলাকার ছেলে, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে দেওয়াল লিখন করছেন যারা তৃণমূলের হয়ে প্রচার করেছে এলাকায় কাজ তারাই পাবে আর বহিরাগতদের লাঠি হাতে এলাকা ছাড়া করার নিদান দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন বিজেপির হয়ে বহিরাগতরা ভোট দিতে এলে তাদের হাত-পা আস্ত থাকবে না। তার এই মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ।

দিল্লি, হরিয়ানা সহ কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের নাম তুলে ভোটে সুবিধা পেয়েছে বিজেপি বলে সম্প্রতি দলীয় সভাতে মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ রাজ্যেও ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের নাম ঢোকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি, বিষয়টি নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি। এরপরই জেলার সর্বত্র ভোটার তালিকায় ভুতুড়ে ভোটার খুঁজতে নেমে পড়েছে তৃণমূল নেতা কর্মীরা।

শুক্রবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সৃষ্টি কমিউনিটি হলে ভোটার তালিকা নিয়ে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মীসভা করা হয়। সেই সভাতে বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন বিধায়ক তথা দলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'অন্য রাজ্য থেকে কেউ যদি এখানে ফলস ভোট দিতে আসে তাহলে কি আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? তার হাত-পা আস্ত থাকবে না। এখানে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই হবে। বেসরকারি খনিতে বহিরাগত শ্রমিকদের কাজের প্রসঙ্গে নরেন বাবু বলেন স্থানীয়দের কাজে নিয়োগ করতে হবে। তা না হলে ২০০-৫০০ ছেলে নিয়ে লাঠি হাতে যাব। বহিরাগত শ্রমিকদের বের করে দেব, তাতে কেউ যদি আমাকে অসামাজিক, গুন্ডা বলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যারা দলের কর্মী, মিছিলে হাঁটে, দেওয়াল লেখে, দলের জন্য লড়াই করে কাজে তাদের নিয়োগ করতেই হবে।' বহিরাগত ভোটার আর বহিরাগত শ্রমিক নিয়ে নরেনবাবুর মন্তব্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, ভোটের আগে বাজার গরম করতেই তৃণমূল বিধায়ক এইসব কথা বলছেন।

পড়ুয়া-বিক্ষোভে গনিখান চৌধুরী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্দিষ্টকাল বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিটেকের রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে গভীর রাতে বিক্ষোভ দেখালেন গনিখান চৌধুরী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটেক বিভাগের পড়ুয়ারা। আর সেই ঘটনায় শনিবার আচমকায় হস্টেল এবং পঠনপাঠন ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নির্দেশ জারি করল সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই পড়ুয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে চাপানুতোর শুরু হয়েছে।

শনিবার সাতসকালেই হস্টেল ছাড়ার নোটিশ জারি হতেই শতাধিক পড়ুয়ারা রীতিমতো দুর্ভোগে পড়ে যান। তড়িঘড়ি পড়ুয়ারা নিজেদের সামগ্রী গুছিয়ে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যায় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ ধরে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা করার পরেও হোস্টেল এবং পঠন-পাঠন ব্যবস্থা বন্ধ রাখার ব্যাপারেও অনড় থাকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গনিখান চৌধুরী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর সিবি জোন জানিয়েছেন , একটা উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতে কোনো সম্পত্তি নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপাতত হোস্টেল বন্ধের নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়নপুর এলাকায় রয়েছে গনিখান চৌধুরী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার , আসাম, উত্তরপ্রদেশ , ত্রিপুরা সহ একাধিক রাজ্য থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসেন ছাত্রছাত্রীরা। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গনিখান চৌধুরী কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়টি কলকাতার মৌলানা আবু কালাম আজাদ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটিং রয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে প্রথম থেকে সপ্তম সেমিস্টার পর্যন্ত বিটেকের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য কলেজের সঙ্গে ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওইসব সেমিস্টারের বিটেক পরীক্ষায় কোন ফল প্রকাশিত হয়নি। ফলে পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট হাতে না পেয়ে রিভিউ করতে পারেননি। পরবর্তী অধ্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের পঠন ব্যবস্থা নিয়েও বিপাকে পড়তে হচ্ছে। এই দাবি জানিয়ে শুক্রবার গভীর রাতে সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ডিরেক্টরের অফিস ঘরের সামনেই বিক্ষোভ দেখান শতাধিক পড়ুয়ারা। উত্তেজনা খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু শনিবার থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেল ও পঠনপাঠন ব্যবস্থা বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি হতেই দুর্ভোগে পড়ে যান পড়ুয়ারা।

একাংশ পড়ুয়াদের বক্তব্য, 'ন্যায্য দাবিতেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলাম। কিন্তু আচমকাই ভয় ভীতি দেখিয়েই আমাদেরকে হস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন নির্দেশে কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। অনেকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই শনিবার নতুন করে বিক্ষোভ সামিল হননি। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় পঠনপাঠন ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি হস্টেল খুলে দেওয়া হোক।'

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর সিবি জোন জানিয়েছেন, 'সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী থাকে। এবছর বিটেক পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ করতে পারেনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কারিগরি ইউনিভার্সিটির। কারণ ওই কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটিং রয়েছে। কেন এরকম সমস্যা হয়েছে সেটি আমরা চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছি। কিন্তু এরই মধ্যে কোথাও একটা পরিকল্পিত ভাবে এখানে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা চলছিল। সে দিকে লক্ষ্য রেখে সাময়িক উত্তেজনা মেটাতে আপাতত হস্টেলের বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের জন্য পঠনপাঠন ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে।'

টোটোচালক-সংগীত শিল্পী ডলি সামলাচ্ছেন সংসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এই নারী দিবসে উত্তরপাড়ার গর্ব ডলি একদিকে টোটোচালক অপরদিকে সংগীত শিল্পী পাশাপাশি সংসার সামলাচ্ছেন। এই টোটো চালক ও সংগীতশিল্পীর নাম ডলি দে থাকেন হুগলির উত্তরপাড়ার খেয়াঘাট এলাকায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তিনি জানালেন, তিন বছর ধরে তিনি টোটো চালাচ্ছেন পেটের টানে এবং এইসঙ্গে তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী ও গান লেখেন। দেড় বছর আগে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বামী পরলোক গমন করেন। তিনি সকালের দিকে রান্না সংসার সামলে টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তারপরে আবার দুপুরে আসেন আবার বিকেলে বেরতে হয় এরই পাশাপাশি তিনি বাড়িতে সুন্দর ভাবে গান চর্চা করার জন্য ঘর সাজিয়েছেন এবং তিনি অনেক গান লিখেছেন। তিনি গান পরিবেশন করে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তার আইডল প্রয়াত লতা মঙ্গেশকর। তিনি লতাজির গলায় গান করেন আগামী দিনে তার লেখা গান তিনি প্রকাশ করবেন জানালেন। তাঁর এক কন্যা সে ছোট তার মা এবং তিনি দেখাশোনা করেন।

ডলি জানালেন, তিনি সেন্ট টমাস স্কুল থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন তারপর তিনি গ্রাজুয়েশন করেছেন। সবাই তাঁকে খুব সম্মান করে এটাই তাঁর গর্ব। এই নারী দিবসে তিনি জানালেন, ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে আসল শক্তি ইচ্ছা থাকলে সাফল্য পাওয়া

যায় এটাই তিনি আগামী প্রজন্মকে জানাচ্ছেন।

স্কুলের ফ্যান এবং ঘড়ি ভাঙার অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৈষ্ণবনগরের চামগ্রাম হাইস্কুলের পর এবারে উচ্চমধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেই স্কুলের কয়েকটি ফ্যান এবং দেওয়াল ঘড়ি ভাঙার অভিযোগ উঠল একাংশ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। পরীক্ষায় কড়াকড়ি গার্ড দেওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে এমন তান্ডব চালাই একাংশ পরীক্ষার্থীরা বলে অভিযোগ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার ঋষিপুর হাইস্কুলে। ওই স্কুলে এবছর সিট পড়েছে হবিবপুরের বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুল এবং আরএন রায় গার্লস হাইস্কুলের।

এদিন ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের কম্পিউটার সায়েন্স এবং মিউজিক পরীক্ষা। এদিন পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগেই একাংশ পরীক্ষার্থীরা স্কুলের কয়েকটি ক্লাসরুমের সিলিং ফ্যান ভাঙচুর করার পাশাপাশি একটি দেওয়াল ঘড়িও ভেঙে চুরমার করে দেয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাটি সামনে আসতেই ওই স্কুলের কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী এবং শিক্ষকেরা উত্তেজিত পরীক্ষার্থীদের শান্ত করার ব্যবস্থা করেন। পরে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ঋষিপুর হাই স্কুলের পরীক্ষা দিতে এসেছিল বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুল এবং আর.এন.রায় গার্লস হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগেই বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুলের একাংশ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেই ওই স্কুলে কয়েকটি সিলিং ফ্যান এবং দেওয়াল ঘড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে। উত্তেজিত পরীক্ষার্থীরা দাবি তুলে পরীক্ষা চলাকালীন কোনও রকম ভাবে কড়াকড়ি গার্ড দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষার দিন এমনই দাবিতে বৈষ্ণবনগর থানার চামগ্রাম হাইস্কুলের একাংশ পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের কয়েকজন শিক্ষককে ব্যাপক মারধর করে।

২ পরিচারিকাকে ছুটি-সংবর্ধনা কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের সম্মানার্থে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন কালনা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী রায় কার্ফা। একাধারে শিক্ষিকা তথা কাউন্সিলর মৌসুমী দেবী শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁর নিজের বাড়িতে কর্মরত ২ পরিচারিকাকে শনিবার বিশেষ দিনের জন্য দিয়েছেন ছুটি। তাদের সমস্ত কাজ করছেন তিনি একা হাতে, রান্না করা থেকে শুরু করে ঘর পরিস্কার, ঘরের সমস্ত কাজ তিনি একা হাতে করে, তাঁদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ালেন মৌসুমী দেবী।

তাঁর বাড়িতে বিগত সাত বছর ধরে রান্নার কাজ করা জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে শনিবার রান্নার কাজের জন্য তিনি ছুটি দিয়েছেন। তাঁর জন্য নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ান তিনি। পাশাপাশি তার বাড়িতে বিগত বহু বছর ধরে পরিচালিকার কাজ করছেন সীমা পন্ডিত তারও সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন তিনি।তাকেও সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি তাকেও খাওয়ান নিজে হাতে রান্না করে মৌসুমী দেবী।

শুধু তাদের ২ জন নয়, কালনা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড তার নির্বাচিত ওয়ার্ডের এমন অনেক পরিচারিকাকে ও বাড়িতে ডেকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হাতে রান্না করে তাদের খাইয়ে শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনটিকে পালন করেন মৌসুমী রায় কার্ফা। মৌসুমী দেবী জানান, নারীদের সম্মানার্থে তাঁর এই বিশেষ উদ্যোগ যা হয়তো আগামী দিনে সকলেই করবে।

বিধায়কের আশ্বাসে বাঙুর হাসপাতালে রোগী এনে হয়রানি, অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কলকাতার হাসপাতাল ঘুরে চুঁচুড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি থাকার পর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল পরিবার। সিজারের পরই কোমায় চলে গিয়েছিলেন তৃণমূল সদস্য অপর্ণা পাত্র। শুক্রবার দলের নেতাদের কথা শুনে নিউরো চিকিৎসার জন্য বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হল রোগী ও তাঁর পরিবারকে। কোনও ক্রমে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু ততক্ষণে অক্সিজেন স্যাচুরেশান অনেকটাই কমে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় রোগীর। ভর্তি করা হয় আইসিইউতে।

অপর্ণার ভাই প্রসেনজিৎ মাজি জানান, বিধায়ক অসিত মজুমদার তাঁদের বলেছিলেন বাঙুরে নিয়ে যেতে। একটা ফোন নম্বরও দিয়েছিলেন তিনি। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ওএসডি কুণাল দাস নামে একজনের নম্বরও দেন। ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এমনই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে বারবার ফোন করেও তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। পরে এক পুলিশের সাহায্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আউটডোরে দেখানো হয় রোগীকে। কিছু ওষুধ দিয়ে, কয়েকটা পরীক্ষা করতে বলেন চিকিৎসক। সারাদিন পরে সন্ধ্যায় অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া নিয়ে যাওয়া হয় ওই তৃণমূলকর্মীকে। কিন্তু সারাদিনের ধকলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

হুগলির পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা অপর্ণা পাত্র(২৫) সুগন্ধা পূর্বের তৃণমূল সদস্য। গত ৬ জানুয়ারি তাঁর সিজার করা হয়। কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর কোমায় চলে যান অপর্ণা, তাঁর জ্ঞান ফিরছিল না। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তাঁকে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েকদিন আইসিসিইউতে ভর্তি রাখার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন ৮০ শতাংশ ব্রেন ডেড হয়েছে প্রসূতির, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না। হাসপাতালে খরচও হচ্ছিল অনেক তাই চুঁচুড়াতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। চুঁচুড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে কিছুদিন ভর্তি রেখে বাড়িতে নিয়ে চলে যাওয়া হয় অপর্ণাকে।

দলের পঞ্চায়েত সদস্যর এই অবস্থা শুনে সেই সময় বিধায়ক অসিত মজুমদার, সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় নার্সিংহোমে গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছিলেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তাঁকে চরম হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার জানান, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ওএসডির সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর। তিনি একজনের নম্বর দিয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই অপর্ণার পরিবারকে পাঠানো হয়েছিল বাঙুরে। বিধায়ক বলেন, 'আমরা তাঁকে ভর্তি করাতে পারলাম না, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আমি চেষ্টা করছি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের নিউরো ডিপার্টমেন্টে যদি ভর্তি করানো সম্ভব হয়।

লোক আদালতে একদিনের বিচারক মহিলা টোটোচালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: একদিনের জন্য বিচারকের আসনে বসলেন মহিলা টোটোচালক রাধারাণি দাস। লোক আদালতে নিস্পত্তি হওয়া শতাধিক মামলার কাগজে সই করলেন। টোটোর স্টিয়ারিং ছেড়ে পেন ধরতে প্রথমে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লেও পরে ধাতস্ত হয়ে যান। আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে এই দৃশ্য দেখলেন বহু মানুষ। নারিদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়ায় খুশি মহিলা আইনজীবীরা। রাধারাণি দাস বলেন, অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমে ভয় লাগছিল। এখন খুব ভালো লাগছে। মদ্যপ স্বামী সংসার চালাতে গিয়ে ধার দেনায় ডুবে যায়। দুবেলা খাবার জুটছিল না। সংসার চালাতে টোটো চালাতে শুরু করেন বহরমপুর কান্তনগর এলাকার রাধারানি দাস। একমাত্র ছেলেকে একটি দোকানে কাজে লাগিয়েছেন। ছেলে আর রাধারানির টাকায় সংসার চলে ভালোভাবে।

সেই টোটোচালক রাধারানি দাস শনিবার বহরমপুর লোক আদালতে বিচারকের আসনে বসার ডাক পেয়ে অভিভূত। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বহরমপুর জজ কোর্টে, লোক আদালতের বিচারকের আসনে বসলেন এই শহরেরই কান্তনগর এলাকার বাসিন্দা রাধারাণি দাস নামে এক মহিলা টোটোচালক। রাধারাড়ি দাস বিগত পাঁচ বছর ধরে এই শহরে টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। তার উপার্জিত অর্থেই চলে তার সংসার। এবার এই মহিলাকেই একদিনের জন্য বসানো হলো বিচারকের আসনে।

শনিবার লোক আদালত বসে। বিশেষ ধরনের আইনি পরিষেবার জন্য বসে লোক আদালত। সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিতে মামলার দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। কার্যত এই পরিষেবা পেয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হযন। আদালতে নিস্পত্তি হয়নি এমনি কয়েকশো মামলা এদিন লোক আদালতে জমা হয়। সিংহভাগ মামলার দ্রুত নিস্পত্তিও হয়। বিচারকের আসনে বসে নিস্পত্তি হওয়া মামলার কাগজে সই করলেন রাধারানিদেবী। বহরমপুরবাসী তথা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ আজ এক নতুন চমক দেখল। আআর্ন্তজাতিক নারি দিবসের দিন মহিলা টোটোচালক হলেন বিচারক।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭২৯৬১৬

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০৩.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়লব্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মেসার্স বিজলী রাইস মিলস প্রা লি** গ্রাম : আরাবাড়ি, সতবাঁকুড়া, পো : দুকি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২৫৩ **এবং** ২০বি, আবদুল হামিদ স্টিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৭, কলকাতা : ৭০০০৬৯। **ডিরেক্টর/জামিনদাতা :** **শ্রী জয়ন্ত কুমার রায়,** পিতা প্রয়াত কানাই লাল রায়, বড় দেবেহা, পো : সতবাঁকুড়া, থানা : গড়বেতা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২৫৩ এবং ৬ নং শঙ্করকাতা, বড়দাবচা, সতবাঁকুড়া, চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর -৭২১২৫৩। **শ্রী অনিমেষ রায়,** পিতা সুশান্ত রায়, বড়দাবচা, সতবাঁকুড়া, চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২৫৩ **এবং** গ্রাম : দুর্লভগঞ্জ, সতবাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২৫৩। **কর্পোরেট জামিনদাতা :** **মেসার্স চন্দ্রকোনা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি,** ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠতল, রুম নং ৭, কলকাতা ৭০০০৬৯।	**৪,২০,৮১,৭২৬.৯৯ টাকা (চার কোটি কুড়ি লাখ একাশি হাজার সাতশ ছাব্বিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ০১.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৩.২০২৫	বাণিজ্যিক জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ রাইস মিল অবস্থিত জেএল নং ৪৫২, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : গড়বেতা, মৌজা : আরাবাড়ি, আরএস খতিয়ান নং ৭৫, প্লট নং ১১৫/২৬৬, ১১০/২৫৯, ১১১/২৬০ এবং ১১২/২৬১ (বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৬২/২ চালু পরচা অনুযায়ী), পরিবর্তিত বিক্রয় রেজিস্ট্রিকৃত **দলিল নং ১৭৭৪-২০০৪ অনুযায়ী বিজলী রাইস মিলস প্রা লি এর নামে, মোট এরিয়া ১.৯৭ একর,** এডিএসআর - গড়বেতা। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)** **দ্রষ্টব্য : এসএ নং ২৭৭/২০২২ দাখিলকৃত ডিআরটি-২, কলকাতা এবং ডব্লুপিএ নং ১৪৫০৬/২০২১, কলকাতা হাই কোর্ট সমীপে অমীমাংসিত রয়েছে; যাহোক কোনওটাতেই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিক্রির ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ নেই। যাহোক উক্ত সম্পত্তি বিক্রিতে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	১,৩০,২৪,০০০.০০ টাকা ১৩,০২,৪০০.০০ টাকা ১,০০,০০০.০০ টাকা
২	**শ্রী সৌমেন সেন,** পিতা শ্রী শক্তি পদ সেন, **সাকিন :** স্কুল বাজার, পো : মেদিনীপুর (আনন্দ লজের নিকট) থানা : কোতোয়ালি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১ **এবং** "সিন্ডিকান প্রোজেক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন", ফ্ল্যাট নং "৩বি", ৪র্থ তল, ক্ষুদিরাম নগর, রাজাবাজার (কে ডি কলেজের নিকট), পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১।	**৩১,৬৭,৯১১.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার নশো এগার টাকা) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৩ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৩.২০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬৬.৭০ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৩৪.৬১ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৩বি, চতুর্থতলে, উক্ত জি-৪ তলা সিন্ডিকান প্রোজেক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন নামে ভবনে , দুই বেড রুম, এক ডব্লু/সি, এক কিচেন, ১ ডাইনিং/লিভিং, এক বারান্দা, সকলের ব্যবহারের লিফট সুবিধা এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তি এবং চাতালের অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার উক্ত জি-৪ তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ১৬ ফুট চওড়া রোড, মৌজা : কেরানীটোলা, হোল্ডিং নং ১৮৮/৩, ক্ষুদিরাম নগর, আরএস প্লট নং ২৭১(অংশ) এলআর প্লট নং ১৪২৬ (অংশ), এলআর খতিয়ান নং ২২০৭, জেএল নং ১৭১, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, মেদিনীপুর পুরসভা অধীন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১, **রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী সৌমেন সেন উল্লেখ্য দলিল ৫৯৯৮/২০১৭ , ডিএসআর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর সমীপে।** **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত- স্বত্ব দখলের জন্য মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে)**	৩০,৩২,০০০.০০ টাকা ৩,০৩,২০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা
৩	**মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপারস প্রা লি.** ৭/১, আন্দুল রোড, (২য়তল), আর নং ১১, বকুলতলা, পো : ডিএস লেন, হাওড়া : ৭১১১০৯। **ডিরেক্টর /জামিনদাতা :** **১) শ্রী মাফিজুল মিদ্দে** পিতা প্রয়াত মহীনুদ্দিন মিদ্দে, (ডিরেক্টর/জামিনদাতা- মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপারস প্রা লি এবং প্রয়াত মহীনুদ্দিন মিদ্দের আইনি উত্তরাধিকারী)। **২) শ্রীমতি রহিদা মিদ্দে** স্বামী প্রয়াত মহীনুদ্দিন মিদ্দে, (ডিরেক্টর/জামিনদাতা- মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপারস প্রা লি এবং প্রয়াত মহীনুদ্দিন মিদ্দের আইনি উত্তরাধিকারী)। ঠিকানা : গ্রাম পাঁচপাড়া (মৈহারপাড়া), পো : রাধাদসী, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩১৭।	**৩,৬৭,২৩,৫৩৪.৫৬ টাকা (তিন কোটি সাতষট্টি লাখ তেইশ হাজার পাঁচশ চৌত্রিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) এবং ১১.০১.২০১১ অনুযায়ী** বিবিধ খাতে এবং বন্ধকদত্ত সম্পত্তির থেকে ভাড়া বাবদ আদায় ব্যতীত পর্যবেক্ষণের তারিখ ২০.০৩.২০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ১২৭৯.৪৪ বর্গফুট সমপরিমাণ সংশ্লিষ্ট তলের ফ্ল্যাট স্পেস/ইউনিট নং ১১৭, একতলায় (দক্ষিণ পশ্চিম কোনে), সবনম অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬ (পূর্বতন) বর্তমানে প্রেমিসেস নং ১৬/৩, লক্ষ্মী নারায়ণ রোড, থানা শিবপুর, (পুরানো), বর্তমানে থানা : বি গার্ডেন, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, বিস্তারিত **স্বত্ব দলিল নং ৪৬৯৫-২০০৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপরাস প্রা লি এর নামে।** **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)** **দ্রষ্টব্য :** ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য **এসএ ৪২৪/২০২৩, ডিআরটি-১, কলকাতা সমীপে** কিন্তু উক্ত সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।	৩০,১০,০০০.০০ টাকা ৩,০১,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৯.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দুই এপিক নম্বরে দু'টি ভোট, স্ক্রুটিনিতে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় এক ব্যক্তির দুই এপিক নম্বরে দুইটি ভোট।বাড়ি বাড়ি স্কুটনি করতে গিয়ে এমন ভোটার পেল ২০ নাম্বার ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর।একই ব্যাক্তির দুই নামে দুটি ভোটার।যার এপিক নম্বরও আলাদা।স্থানীয় কাউন্সিলার ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করতে গেলে বিষটি সামনে আসে। যাকে কেন্দ্র করে শোরগোল বনগাঁ পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি, তাঁর নাম বিপ্লব সেন। কিন্তু ২০১৪ সালে তাঁর ডাক নাম বাপ্পা সেন নামে ভোটার কার্ড তৈরি হয়। তৎকালীন সময়ে সেই ভোটার কার্ড জমা দিয়ে তিনি বিপ্লব সেন নামে ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন করেন। বিপ্লবের দাবি, তখন বিপ্লব সেন নামে নতুন ভোটার কার্ড তৈরি হয়। যার এপিক নম্বর আলাদা।কিন্তু পুরনো কার্ড বাতিল হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন বাম কাউন্সিলরকে দায়ী করেছেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলার নারায়ণ ঘোষ। তিনি এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

তৃণমূলের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিপিএম বনগাঁ শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুমিত কর। তিনি বলেন, তারা প্রতিবছর এই ধরনের ভোট কাটার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তালিকা জমা দেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন কাটেনি।কারন এই ভোট গুলি তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক।বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের দাবি,এই ভোটগুলি আগে বামেদের ভোট ব্যাঙ্ক ছিল এখন তৃণমূলের সেই কারণে ভোট কাটা হয়নি। তৃণমূল দেখে দেখে মতুয়াদের ভোট কাটছেন কারণ মতুয়ারা বিজেপির ভোটার। তাদের ভোট কাটছে তৃণমূল।

সমস্যা সমাধানে জনতার দরবারে পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবারে একেবারে জনতার দরবারে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ।

২০২৪ সালে লোকসভায় আরামবাগ মহকুমায় তৃণমূল জয়লাভ করার পর আরামবাগ মহকুমার চারটে বিধানসভাতেই অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে যায়। এই মহকুমার দুই বিধায়ক মধুসূদন বাগ ও বিশ্বনাথ কারক ঠান্ডা ঘরে বিশ্রাম নিতে থাকে বলে অভিযোগ তোলে নিচুতলার বিজেপি কর্মীরা। সেই জায়গায় আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ সংগঠন ধরে রাখতে এবং শক্তিশালি করতে নানা মানবিক কর্মসূচি নিতে থাকেন। পাশাপাশি আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের পাশে থেকে শাসক দলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে।

এবারে পুড়শুড়ার বিধায়ক হিসাবে সরাসরি জনতার দরবারে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন এবং এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। ইতিমধ্যে পুড়শুড়ার বিধায়ক হিসাবে বিধায়ক তহবিলের টাকায় বহু উন্নয়নের কাজ সেরে ফেলেন। জানা গিয়েছে, পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত সোদপুরে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন বিমানবাবু। পুড়শুড়া বিধানসভা জুড়ে সোলার লাইট বসানো থেকে শুরু করে রাস্তা সংস্কার, দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য দান, বিধায়ক হিসাবে রক্তদান শিবির করা ও স্বাস্থ্য শিবির করা, উন্নয়নের কাজ আদায়ের জন্য বিধায়ক হিসাবে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা সহ বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন বিধাক বিমান ঘোষ।

পুড়শুড়ার বিধায়ক হিসাবে ২০২৪ সালের বন্যায় পুড়শুড়াবাসীর পাশে থাকেন দিন রাত। বিশেষ করে প্লাবিত এলাকার মানুষকে ত্রিপল ও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন তিনি । জনতার দরবারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের গঠন মূলক সমালোচনা শোনার পাশাপাশি সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দেন এবং বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা করেন। এই বিষয়ে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'এলাকার মানুষের বিধায়ক হিসাবে কাজ করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাজ করতে ভালো লাগে। বিজেপি বিধায়ক হিসাবে বহু রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আছে। শাসকদলের চোখ রাঙানো আছে। প্রশাসনের অসহযোগিতা আছে। সেই সব কাটিয়েও পুড়শুড়াবাসীর জন্য কাজ করছি। আসলে মানুষ হিসাবে কাজ করার তাগিদ থাকতে হবে। জনতার দরবারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলি এবং সমাধানের জন্য প্রশাসনিক স্তরে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়।'

অপরদিকে পুড়শুড়ার বাসিন্দা বাপ্পা সামন্ত বলেন, আরামবাগ মহকুমার চারজন বিজেপি বিধায়ক হিসাবে বিমান ঘোষের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি বিধায়ক হিসাবে পুড়শুড়াবাসীর কাছের মানুষ ও কাজের বিধায়ক বিমানবাবু।

শ্যামরূপা মন্দিরের রাস্তা পাকার কাজের সূচনা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ইতিহাসের পাতায় সম্ভবত রাজ্যে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল কাঁকসার এই গড় জঙ্গলে। প্রায় ১৩শো বছর আগে অর্থাৎ ১২০০ খ্রিস্টাব্দে কাঁকসার গড় জঙ্গলে রাজা লদণ সেনের আধিপত্য ছিল। ঘন জঙ্গলের মাঝে তিনি শ্যামরূপা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে কথিত আছে তার আগে থেকেই এই জঙ্গলে বসবাস করত কপালিকরা। এই কপালিকরা অনেক আগে থেকেই জঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপুজো করতেন। এই দুর্গাপুজোয় অষ্টমীর রাত্রে দেওয়া হতো নরবলি। কপালিকদের কথামতো নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে ও যুদ্ধে জয় করার লক্ষ্য নিয়েই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন লক্ষণ সেন। সেই সময় লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন কবি জয়দেব। যার নামে বর্তমানে বীরভূমের অজয় নদের পাড়ে বসে কেন্দুলি মেলা। কবি জয়দেব রাজা লক্ষণ সেন কে এবং কপালিক দের কাছে দেবীর জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ চান। কেউ প্রমাণ দেখাতে না পারলে কবি জয়দেব নিজেই কৃষ্ণ এবং কালীর দর্শন দিয়ে নরবলি প্রথা বন্ধ করেন।কাঁকসার গড় জঙ্গলে অবস্থিত এই শ্যামরূপার মন্দির নিয়ে রয়েছে আরও নানান ইতিহাস। আজও দুর্গাপুজোর সময় অষ্টমীর রাত্রে জঙ্গলের ভেতর থেকে তোপের আওয়াজ শুনে আশেপাশের গ্রামে বলি প্রথা শুরু হয়। প্রতিবছর তোপের ধ্বনি শুনতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ জঙ্গলের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। তবে বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তা হওয়ার কারণে মন্দিরে প্রবেশ করতে সমস্যায় পড়তে হত ভক্তদের।

একদিকে কাঁকসার দেউল থেকে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা, অন্যদিকে মুচিপাড়া থেকে শিবপুর যাওয়ার পথে রয়েছে শ্যামরুপা মন্দিরে যাবার রাস্তা। দুই দিক থেকে কাঁচা রাস্তা থাকায় পর্যটকদের ও ভক্তদের যাতায়াতের সমস্যার কথা শুনে প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো শনিবার রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এছাড়াও ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কুলদীপ সরকার সহ অন্যান্য সদস্যরা, জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান বনবিভাগের ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, যেহেতু গোটা রাস্তাটি বনদপ্তরের অধীনে তাই বন দপ্তরের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা তৈরীর বিষয়ে টানাপোড়ন চলছিল। অবশেষে বন দপ্তরের অনুমতি পেয়ে ৯ কিলোমিটার রাস্তা পেপার ব্রিক বসিয়ে যাতায়াতের জন্য আরামদায়ক করা হবে। যাতে বর্ষাকালে আর ভক্তদের ও পর্যটকদের কষ্ট করে মন্দিরে যেতে না হয়। ৯ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে খরচ পড়বে প্রায় ১০ কোটি টাকা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে চরম সমস্যায় পড়তে হতো সাধারণ মানুষকে, যারা কাঁচা রাস্তা দিয়ে মন্দিরে যাতায়াত করতেন। দুর্গম এই রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে নানান দুর্ঘটনাও ঘটতো। তবে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর তৎপরতায় রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হওয়ায় সকলেই খুশি। জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাস্তাটি তৈরি হয়ে গেলে বহু মানুষের উপকার হবে। একদিকে যেমন যাতায়াতের সুবিধা হবে তেমনই পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়বে। যেহেতু শ্যামরুপা মন্দির বহু বছরের প্রাচীন। এবং দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। আস্থার ওপর ভর করে প্রতিবছর পুজোর সময় বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন। ফলে তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই আরামদায়ক হবে। এদিন রাস্তা তৈরির কাজের সূচনার পর ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন শ্যামরূপা মন্দিরে সকলের মঙ্গল কামনায় পুজো দেন মন্ত্রী।

অগ্নিদগ্ধ তিনটি দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুনের দাপটে পুড়ে ছাই হল তিন তিনটি দোকান। অণ্ডাল স্টেশনের কাছে গভীর রাতে, প্রায় একটা নাগাদ এই তিনটি দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গিয়েছে, অণ্ডাল স্টেশনের ঠিক কাছেই একটি পান বিড়ির গুমটি, একটি ছোট্ট হোটেল ও একটি ফুটপাতে বসা দোকানের মধ্যেই এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। গভীর রাত্রে ঘটায় ঘটনা এলাকায় বাসিন্দারা জানতে পেরে তারায় দ্রুত স্থানীয়দের সহায়তায় জল দিয়ে আগুন নেভাতে তৎপর হয়। কী ভাবে গভীর রাতে স্টেশনের মত একটি ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটল তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

আগুন দ্রুত নেভানো না হলে সেই আগুনের থেকেই আশেপাশের এলাকার অন্য সব দোকান গুলিতে এই আগুন ছড়িয়ে পড়তো*বলেই দাবি করেছে এলাকার বাসিন্দারা। তবে ফুটপাতের মধ্যে থাকা এসব গুমটির দোকানে কী ভাবে আগুন লাগল, কেনই বা এ সকল গুমটির দোকানে আগুন লাগার ঘটনা গভীর রাতে ঘটল তা নিয়ে অনেকটাই ভাবিয়ে তুলেছে এলাকার বাসিন্দাদের। এই সমস্ত এলাকায় দুষ্কৃতকারীরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনও চক্রান্ত রয়েছে সেসব বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনটি দোকানে আগুন লাগার ঘটনায় অনেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়।

ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দৈনন্দিন জীবনে নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে চিন্তিত সব মহল। রোজকার যাতায়াতে রাস্তাঘাটে কিংবা কর্মক্ষেত্রে মহিলারাই যে 'সফট টার্গেট', তা বার বার প্রকাশ্যে চলে এসেছে। আর আবারও বোঝা গিয়েছে, নারীদের নিজেদের সুরক্ষা ভার নিতে নিজেদেরকেই। হয়ে উঠতে হবে আত্মনির্ভর। এবার তাই তাঁদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে আসরে নামলো ইন্দপুরের শালডিহা কলেজ। শনিবার 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে'র সকালে ওই কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শুরু হল ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী অংশ নেয় বলে জানা গিয়েছে।

কলেজ সূত্রে খবর, বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আত্মরক্ষার কৌশল জানা ভীষণ জরুরী ছাত্রীদের। এবিষয়ে আগ্রহী হন ছাত্রীরাও। আর কলেজেই সেই সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। এর জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষকও আনা হয়েছে।

ভোটার কার্ড যাচাইয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে তৃণমূল নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার কার্ড যাচাই করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে তৃণমূল নেতারা। চাঞ্চল্য তারকেশ্বরে। এক ওয়ার্ডের ভোটার, ভোট দিতে হয় অন্য ওয়ার্ডে, পরিষেবা-সহ একাধিক সমস্যা জর্জরিত তারকেশ্বর পুরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের হাজার হাজার বাসিন্দা।

ভুয়ো ভোটার ধরতে তারকেশ্বরে বড় কর্মসূচি নেয় তৃণমূল। শনিবার সকাল থেকেই তারকেশ্বর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে ভোটার কার্ড যাচাই করতে যান তৃণমূল নেতারা। কিন্তু, কর্মসূচি শুরু হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় জনতার বিক্ষোভ। ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪ টি ওয়ার্ডের বড় অংশের বাসিন্দাদের অভিযোগ ভোটের সময় তাঁদের ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না তাঁরা। ভোট দিতে হয় অন্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনে। তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা এক, আর ভোটার তালিকার ঠিকানা অন্য। তাতেই চরম সমস্যায় তারকেশ্বরের হাজার হাজার মানুষ।

অভিযোগ স্থায়ী বাসিন্দা আর ভোটার লিস্টে থাকা ঠিকানা এক না হওয়ার কারণে পৌর পরিষেবা বা কোনও শংসাপত্রের প্রয়োজন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। কারণ, কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিনের শেষে তাঁদের পরিষেবা দেবেন তা নিয়েই রয়েছে ধোঁয়াশা। এলাকার লোকজনের দাবি, এই 'বঞ্চনা' নতুন নয়, চলছে ২০১৫ সাল থেকে। কিন্তু কেন এই সমস্যা?

মূলত একটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বিচারে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এবার একটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যে ওয়ার্ডে জনসংখ্যা কম সেখানে আগের ওয়ার্ডের বাড়তি বাসিন্দাদের ভোটার হিসাবে ঢোকানো হয়েছে বলে খবর। আর এখানেই তৈরি হয়েছে জট। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ২০১৫ সাল থেকে তারকেশ্বর পৌরসভাজুড়ে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শুরু হয়েছে এই ভোটার বিভ্রাট। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না কমিশন। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র পৌর ভোটেই নয়, বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনেও অন্য ওয়ার্ডে গিয়ে তাদের ভোটা দিতে হয়। আর এই সমস্যার কথা তুলে ধরেই এদিন তাঁরা তৃণমূল নেতাদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তবে সমস্যা যে রয়েছে তা মানছেন কাউন্সিলররা। তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্ত। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের উপরতলা থেকে নিচতলা, সব মহলে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

হ্যান্ডলুমের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী রেশম শিল্পী সমবায়ের পক্ষ থেকে হ্যান্ডলুমের গুণগতমান, বাজারদর, শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। হ্যান্ডলুম রিজার্ভেশন অ্যাক্ট ১৯৮৫ এ যেটা ভারত সরকার দ্বারা চালু হয়েছিল সেই অ্যাক্ট এর মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় হ্যান্ডলুমের যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে তাকে আরও উন্নত করা, উন্নত মানের এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করা ও উন্নত মানের বাজারদর তার সাথে পরিবেশবান্ধব রং দিয়ে যাতে হ্যান্ডলুম শাড়ির রং করা হয় সেই বিষয়েও তাঁত শিল্পীদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

হ্যান্ডলুম হল, বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে হাতে বোনা কাপড়। একে হস্তচালিত তাঁতও বলা হয়। তাঁতের কাপড় তৈরি করতে, তাঁতের সুতোগুলিকে টান দিয়ে ধরে রাখা হয়। এরপর তাঁত শাটলের সাহায্যে সুতোগুলিকে তাঁতের ওপরে সংযুক্ত করে কাপড় বোনা হয়। হ্যান্ডলুম শাড়ি তৈরি করতে তুলা, রেশম, উল, লিনেনের মতো কাঁচামাল, তাঁত, শাটল, সুতো, স্টার্চ ইত্যাদি লাগে। কাঁচা তুলা বা রেশমের তন্তু থেকে সুতো তৈরি করা হয়।

হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি তৈরি করা একটি সূদ প্রক্রিয়া যার জন্য দক্ষতা এবং নির্ভুলতার প্রয়োজন।

বিশ্ব নারী দিবস উদযাপিত সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম এবং সিউড়ি পুরসভার যৌথ উদ্যোগে সিউড়ি শহরে সাংস্কৃতিক দলগুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বীরভূম জেলা নৃত্য ও গানমেলা উৎসব কমিটি ও মৌমাছি ক্লাবের সহযোগিতায় মৌমাছি ক্লাব প্রাঙ্গণে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই অনুষ্ঠানে মহিলা টোটোচালক সিভিক ভলেন্টিয়ার থেকে মহিলা ব্যবসায়ী জেলা বিচারক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন নারীকে এদিন সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি সিউড়ি শহরের নৃত্যের ও গানের মহিলা পরিচালিত দলগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। নারী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিউড়ি জেলা জজ কোর্টের বিচারক আরতি শর্মা রায়।

পুর প্রতিনিধির উদ্যোগে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নারী দিবস উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ পুর প্রতিনিধির। ওয়ার্ডে যে সমস্ত মহিলারা এখনো শিক্ষার আলো থেকে দূরে রয়েছেন, তাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য শুরু করলেন সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র। যেখানে সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হবে। বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে ইংরেজি শিখানের ওপরে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ্ত চক্রবর্তীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্রের।

উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে 'নারী দিবস' উপলক্ষে এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয় নারী শক্তিকে বিশেষভাবে কুর্নিশ জানানোর জন্য। সেখানেই নিজের ওয়ার্ডের যে সমস্ত পরিচারিকা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, তাদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করবার জন্য জনপ্রতিনিধি হিসেবে শুরু করেছেন অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক ভাবে ১২ জন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হলেও এদিন উপস্থিতির সংখ্যাটা ছিল আরও বেশি। প্রথম দিন 'বর্ণপরিচয়' এর পাঠ শেখালেন স্বয়ং কাউন্সিলর নিজে। পরবর্তীতে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে চলবে এই ক্লাস। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা অথবা কোন শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিদের দিয়েই এই ক্লাস চলবে বলে প্রাথমিকভাবে স্থির করা হয়েছে। এলাকারই একটি কমিউনিটি হলে চলবে এই ক্লাস।

এ বিষয়ে পুর প্রতিনিধি প্রদীপ্তা চক্রবর্তী জানান, 'বালুরঘাট পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পিছিয়ে পরা মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য সম্পূর্ণ অবৈতনিক একটি শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো। এই ব্যবস্থাপনা করতে পেরে আমি গর্বিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার জনক। আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নারীদের এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু রয়েছে। তিনি যেমন আমাদের মেয়েদের জন্য অনেক কিছুই ভাবছেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমিও এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করবার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছি।'

এ বিষয়ে ঝর্ণা দাস নামে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এক মহিলা জানান, 'খুবই ভালো লাগছে। সাংসারিক কাজের চাপে আগে এই সুযোগ কখনও হয়ে ওঠেনি। আশা করছি আগে যা পারিনি, এখন তা শিখতে পারব।'

ইন্ডিয়া ফেবারিট, দাবি সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ভালো খেলা হবে। ইন্ডিয়া ফেবারিট। চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে ভারতই জিতবে। এই টুর্নামেন্টে ভারত এখনও অপরাজেয়। ইন্ডিয়া দারুণ ফর্মে আছে। তাই ভারতের জেতার সম্ভাবনা বেশি। সবাই ভালো ফর্মে আছে। শনিবার বিকেলে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের ডাকে মধ্যমগ্রামে এমএলএ কাপের ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত হয়ে ভারতের ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সৌরভ গাঙ্গুলি এমনই মন্তব্য করেন। এদিন মাঠে এসে পেলেয়ার দের সঙ্গে হাত মেলান। সেই সঙ্গে বলেন এত ভালো মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, এত দর্শক খুব ভালো লাগছে। রবিবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ।ইনাল ভারতের জয় নিয়ে আশাবাদী সৌরভ বলেন, ভারতীয় দলের জয় অব্যাহত আছে ফলে দলের প্লেয়ারদের পরিবর্তনের কোনও দরকার নেই। রহিত শর্মার ভালো ফর্ম নেই তার অবসর নেওয়ার সময় এসেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ জোরালো ভাবে রহিতের পাশে দাঁড়ান। তিনি বলেন, রহিত ভালো ফর্মে আছে। এইতো ছয় মাস আগে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতল। ক্যাপটেন হিসেবেও সফল হচ্ছে। বিগত দিনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, রহিতের অবসরের কোনও কারণই নেই। কেন অবসর নেবে। বাংলার ক্রিকেট নিয়ে তিনি তেমন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই প্রসঙ্গে বলেন বাংলার কোচ লদীরতন শুক্লা দেখছে। লদী ভালো কোচ। নিজের বায়োপিক নিয়ে তিনি বলেন, কাজ চলছে ডিসেম্বরে রিলিজ হবে।

গাছ কাটার অভিযোগ পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নির্বিচারে কাটা হয়েছে গাছের বড় বড় গুঁড়ি। সেই গাছের গুঁড়ি দিয়ে পাম্পের রাস্তা বন্ধ করে গাছ কাটার প্রতিবাদে প্রতিবাদ পরিবেশপ্রেমী মানুষের। পেট্রোল পাম্পের সামনে গাছ থাকায় পেট্রোল পাম্পের শোভা নষ্ট হচ্ছিল! তাই নির্বিচারে কোপ পড়েছে নিরীহ গাছের ওপরে। এমনই ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয়েছে। ডানকুনি থানার ভাদুয়ার এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ধরে ওই বট গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে পূর্ত দপ্তরের জায়গায়! সম্পূর্ণ এক্তিয়ার বহির্ভূত হয়ে পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে চলেছে। ঘটনার প্রতিবাদ করতে স্থানীয় এক পরিবেশপ্রেমী মানুষ এগিয়ে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দারা কাটা গাছের গুঁড়ি নিয়ে পাম্পের

রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই জায়গা থেকে অবরোধ ওঠে স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ধরে ওই বটগাছটিকে স্থানীয় মানুষরাই লালন পালন করে বড় করেছেন। গরমের দিনে এই গাছ এলাকার মানুষদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে গাছটিকে নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে দেখে তারা প্রতিবাদ করতে গেলে, তাদেরকে ভয় দেখানো হয়। পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে অভাব্য আচরণ করেন। তারপরেই তারা প্রতিবাদে পেট্রোল পাম্পের সামনে গাছের কাটা গুঁড়ি রেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।' পুলিশ সূত্রে খবর, গাছ কাটার জন্য একজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কাটা গাছের গুড়িগুলি।

২ ভুয়ো ভোটার!: শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার, মেমারি থানার নিমো দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরডাঙা এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে যান মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য। সেখানেই ধরা পড়ে ভোটার তালিকায় থাকা দু'টি নাম। যাদের পরিচয় কেউই জানেন না। এমনকি ওই নামের ব্যক্তিরা এলাকায় থাকেন না বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। ছবি দেখিয়েও এলাকাবাসীর কাছে খোঁজ নেওয়া হয়। কিন্তু কেউই ওই ব্যক্তিদের চিনতে পারেননি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

রোহিতের অবসর নিয়ে মন্তব্য ‘এক্সপাঞ্জ’ করে নিলেন গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ড নিয়ে এক-দুটি প্রশ্নই হলো। বাকি সব ভারত আর ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে। ভারতীয় দলের সংবাদ সম্মেলন অবশ্য এ রকমই হয় সব সময়। এক দলেই এত তারকা, প্রশ্ন করার এত উপজীব্য বিষয়; প্রতিপক্ষ নিয়ে কথা বলার সময় কই! হোক সে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালের প্রতিপক্ষ।

ফাইনালের আগে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক শুবমান গিলের সংবাদ সম্মেলনও অনেকটা সেরকমই হলো। সহ-অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন, বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাকে নিয়ে প্রশ্ন, ভারতের ব্যাটিং গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগের ম্যাচগুলো নিয়ে প্রশ্ন, আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন। এসব নিয়েও গিলের কথায় বাড়তি কিছু ছিল না, অনেকটা যেন ভারতীয় দল সম্পর্কে একটা লিখিত রচনা পড়ে যাওয়া।

কিন্তু সংবাদ সম্মেলনের একেবারে শেষ প্রশ্নে গিলের উত্তরের রেশ থেকে গেল সংবাদ সম্মেলনের পরেও। গিলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শোনা যাচ্ছে কাল ফাইনালের পর ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলতে পারেন রোহিত শর্মা। ড্রেসিংরুমে এ নিয়ে কোনো আলোচনা আছে কি না, বা রোহিত ড্রেসিংরুমে এ নিয়ে কিছু বলেছেন কিনা।

শুবমান গিল এতক্ষণ যেরকম চোখে-মুখে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসছিলেন, এমন চাঞ্চল্য জাগানো প্রশ্নেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সংবাদ সম্মেলন কক্ষে সবাই নড়েচড়ে বসলেও গিল একই রকমভাবেই বলে গেলেন, ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে এ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।

রোহিত শর্মাও এ নিয়ে ড্রেসিংরুমে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বলা এই কথাটারই শেষ দিকে তিনি এমন এক ক্লু দিয়ে গেলেন, যেটার অর্থ হতে পারে অনেক কিছু। সম্মেলন ওখানেই শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ তাই থেকে গেল পরেও।

ওই প্রশ্নে গিলের হুবহু উত্তর ছিল এ রকম, ‘এখন পর্যন্ত তো আমাদের সব আলোচনা আমাদের ম্যাচ জয় এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয় নিয়েই হয়েছে। এ রকম কিছু বা এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে দলের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমার মনে হয় না রোহিত ভাইও এটা নিয়ে এখন খুব একটা ভাবছেন। আমাদের কালকের ম্যাচ শেষ হলে হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। দলের মধ্যে এটা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।’

শেষ বাক্যের আগের বাক্যটাকে মনে হতেই পারে, কাল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল শেষে রোহিত শর্মা ওয়ানডে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও নিতে পারেন। তিনি এটা নিয়ে তখন ভাববেন। কিন্তু গিল নাকি কথাটা ওভাবে বলেননি, বা বলতে চাননি। সংবাদ সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যে কোনো কারণেই হোক চৈতন্য ফেরায় তিনি আবার ফিরে আসেন সেখানে, স্পষ্ট করেন তাঁর বক্তব্য। ‘এক্সপাঞ্জ’ করে নেন তাঁর বলা ‘আমাদের কালকের ম্যাচ শেষ হলে হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন’ কথাটা।’

ততক্ষণে বেশির ভাগ সাংবাদিক প্রেস বক্সে ফিরে আসায় গিলের সেই বার্তা নিয়ে প্রেসবক্সে ছুটে আসেন আইসিসির এক মিডিয়া কর্মী। বক্তব্যের শেষ অংশটা সবাইকে শুধরে নিতে অনুরোধ করে তিনি বললেন, গিল এটা বোঝাতে চাননি যে কাল ফাইনালের পর রোহিত ওয়ানডে থেকে অবসর নেবেন বা সেরকম কোনো কিছু ভাবছেন। এই বক্তব্য যেহেতু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে, কেউ যেন গিলের বক্তব্যের ওই অংশটুকু না লেখেন।

অর্থাৎ, রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে কোনো আলোচনা আছে কিনা প্রশ্নে গিলের সংশোধিত উত্তরটা হবে এ রকম, ‘এখন পর্যন্ত তো আমাদের সব আলোচনা আমাদের ম্যাচ জয় এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয় নিয়েই হয়েছে।

এ রকম কিছু বা এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে দলের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমার মনে হয় না রোহিত ভাইও এটা নিয়ে এখন খুব একটা ভাবছেন। দলের মধ্যে এটা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।’

বাকিটা বোঝা যাবে কাল ফাইনাল শেষেই।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে কোহলি মাইলফলকের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবাইয়ে হবে নাকি বিরাট কোহলির আরেকটি ‘মাস্টারক্লাস’? গত মঙ্গলবার এই দুবাইয়েই সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোহলির ৮৪ রানের দারুণ এক ইনিংসে ফাইনালে ওঠে ভারত। দরজায় কড়া নাড়ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেই ফাইনাল। দুবাই স্টেডিয়ামে আগামীকাল শিরোপা,লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। এ ম্যাচে কোহলিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে দারুণ এক মাইলফলক।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ফর্ম ফিরে পেয়েছেন কোহলি। সেমিফাইনালের আগে গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছেন অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংস। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালেও কোহলির ব্যাট চওড়া হয়ে উঠবে; প্রত্যাশা ভারতের সমর্থকদের। সেটি পারলে কিন্তু চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবেন কোহলি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ক্রিস গেইলের। ১৭ ম্যাচে ১৭ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ৭৯১ রান। কোহলি ১৭ ম্যাচে ১৬ ইনিংসে ৭৪৬ রান নিয়ে দুইয়ে। রেকর্ডটি নিজের করে নিতে কোহলির চাই আর ৪৬ রান।

বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোহলি ছাড়া আর কারও রানই সাত শর কোঠায় নেই। ১২ ইনিংসে ৬৫৬ রান নিয়ে বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলির পরই ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি জো রুট। ১৪ ইনিংসে ৫৮৫ রান নিয়ে এরপরই ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ন্যূনতম সাত শ রান আছে চার ক্রিকেটারের। গেইল ও কোহলির পর এই তালিকায় আছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি মাহেলা জয়াবর্ধনে ও ভারতের শিখর ধাওয়ান। ২১ ইনিংসে ৭৪২ রান নিয়ে তালিকার তিনে জয়াবর্ধনে। ১০ ইনিংসে ৭০১ রান নিয়ে চারে ধাওয়ান।

ফাইনালে অন্তত ৫৫ রান করতে পারলে আরেকটি মাইলফলকের দেখা পাবেন কোহলি। কুমার সাঙ্গাকারাকে পেছনে ফেলে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় তখন দুইয়ে উঠে আসবেন কোহলি। ৩৮০ ইনিংসে ১৪২৩৪ রান করেছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি সাঙ্গাকারা। কোহলির সংগ্রহ ২৮৯ ইনিংসে ১৪১৮০ রান। ৪৫২ ইনিংসে ১৮৪২৬ রান নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে ভারতের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার।

এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় চারে কোহলি। ৩ ইনিংসে ২২৭ রান নিয়ে শীর্ষে থাকা ইংল্যান্ডের বেন ডাকেটের সঙ্গে মাত্র ১০ রান ব্যবধানে পিছিয়ে কোহলি। ৪ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ২১৭ রান। অর্থাৎ ফাইনালে এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার সুযোগও পাচ্ছেন ভারতীয় তারকা। যদিও সুযোগটি তিনি একাই পাচ্ছেন না। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান রাচিন রবীন্দ্র ৩ ইনিংসে ২২৬ রান নিয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয়। সুযোগটা তাই রবীন্দ্রও পাচ্ছেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে গাভাস্কারের মন্তব্য ফালতু, বলছেন গিলেস্পি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুনীল গাভাস্কার কথাটি বলেছিলেন গত মাসের শেষ দিকে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে পাকিস্তানের হারের পর গাভাস্কার বলেছিলেন, এই পাকিস্তান ভারতের ‘বি’ দলকেও হারাতে পারবে না। গাভাস্কারের সেই কথার জবাব দিয়েছেন পাকিস্তানের টেস্ট দলের সাবেক কোচ জেসন গিলেস্পি। তাঁর কাছে গাভাস্কারের এ কথাকে ফালতু মনে হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান ক্রিকেটে কোনো সাফল্য নেই। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতার পর দলটি কিছুই জেতেনি। সর্বশেষ ৩টি আইসিসি ইভেন্টে ফিরেছে প্রথম রাউন্ড থেকে। দলটির ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর পাকিস্তানের তুমুল সমালোচনা করেন ভারতের এই কিংবদন্তি। তবে গিলেস্পির মত ভিন্ন। গত বছর প্রায় ৬ মাস পাকিস্তানের দলের দায়িত্বে থাকা এই কোচ দেশটিতে প্রতিভা দেখেছেন।

গাভাস্কারের কথাকে উড়িয়ে দিয়ে পাকপ্যাশন পডকাস্টকে গিলেস্পি বলেছেন, ‘আমি এই কথাবার্তা বিশ্বাস করি না। গাভাস্কারের কিছু মন্তব্য দেখেছি, যেখানে তিনি বলেছেন যে ভারতের বি দল বা সি দলও পাকিস্তানের শীর্ষ দলকে হারাতে পারে। এটা ফালতু কথা। একদমই ফালতু।’

পাকিস্তান দল কীভাবে সাফল্য পেতে পারে, সে কথাও বলেছেন গিলেস্পি, ‘যদি পাকিস্তান সঠিক খেলোয়াড়দের নির্বাচন করে, তাদের ওপর আস্থা রাখে এবং নিজেদের দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ দেয়, তাহলে তারা যেকোনো দলকে হারাতে সক্ষম। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

গিলেস্পি গত বছরের এপ্রিলে পাকিস্তানের টেস্ট দলের দায়িত্ব নেন। এরপর পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে ডিসেম্বরেই দায়িত্ব ছাড়েন। সাদা বলে পাকিস্তানের কোচের দায়িত্বে থাকা গ্যারি কারস্টেন দায়িত্ব ছাড়েন গত বছর অক্টোবরে। এসব অস্থিরতার প্রসঙ্গও টেনেছেন গিলেস্পি।

ক্রিকেটে পরিবর্তন চাইলে সবাইকে সময় দিতে হবে বলে মনে করেন এই অস্ট্রেলিয়ান, ‘প্রশ্নটা হলো সেরা প্রতিভাকে বাছাই করা এবং তাদের পাশে থাকার ধৈর্য ধরার। আমার মতে,

পাকিস্তান ক্রিকেটে অনেক অস্থিরতা আছে।

পিসিবি যদি সত্যিই পরিবর্তন চায় এবং ভালো পারফর্ম করতে চায়, তাহলে তাদের সঠিক মানুষদের দায়িত্ব দিতে হবে, সঠিক খেলোয়াড়দের দলে নিতে হবে, সঠিক নির্বাচক প্যানেল গঠন করতে হবে এবং তাদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। তাদের সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে যেন তারা তাদের কাজটা ঠিকমতো করতে পারে।’

গিলেস্পি যোগ করেন, ‘কোচদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি কোনো কোচকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তাকে সত্যিকারের কিছু গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে। না হলে ফলাফল আগের মতোই থেকে যাবে।’

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

নারীদিবসে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে চিঠি দিয়ে অদ্ভূত দাবি মহারাষ্ট্রের নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: নারীদের উপর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সব মেয়েদের একটি খুনের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লেখা একটি চিঠিতে এমনটাই অনুরোধ জানাল মহারাষ্ট্রের এনসিপি (এসপি)-র মহিলা শাখা।

চিঠিতে শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন দলের মহিলা শাখার সভাপতি রোহিনী খাড়সে দাবি জানিয়েছেন, সমাজে প্রতি দিন নারীরা যে ভাবে নিপীড়নের শিকার হন, তাতে তাঁদের একটি খুনের শাস্তি মকুব হওয়া উচিত! পরে অবশ্য এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রোহিনী। তাঁর মতে, মেয়েরা শুধু রক্তমাংসের কোনও মানুষকেই নয়, নিপীড়নমূলক মানসিকতা, ধর্ষণকামী প্রবণতা এবং নিষ্ক্রিয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকেও হত্যা করতে চান। এর পরেই রোহিনী লিখেছেন,‘সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আমরা সকল নারীর পক্ষ থেকে দাবি করছি, আমাদের অন্তত একটি খুনের জন্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক!’

সম্প্রতি মুম্বইয়ে ১২ বছর বয়সি এক মেয়ের গণধর্ষণের ঘটনারও অনুসঙ্গ রয়েছে ওই চিঠিতে। এনসিপি-র যুক্তি, ভারতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে।

তাই অদূর ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিও আসতে পারে যেখানে নারীরা অপরাধীর বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন। পাশাপাশি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকেও বিঁধেছেন রোহিনী। সঙ্গে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে রোহিনীর দাবি, ভারত মেয়েদের জন্য সবচেয়ে অ-নিরাপদ দেশ। সেখানে নিজের পরিবারেও মেয়েরা সুরক্ষিত নন। খাড়সের আশা, তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার পর তা মঞ্জুর করুন রাষ্ট্রপতি।

হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে বিমান আটকে তল্লাশি ইডির

অমরাবতী, ৮ মার্চ: বেআইনি অর্থ লগ্নির অভিযোগ উঠেছে হায়দরাবাদের এক সংস্থা ও তার কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে একটি বিমান আটক করে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের লগ্নির টাকা নয়ছয় করে এই বিমানেই বিদেশে পালিয়েছিলেন ওই সংস্থার কর্ণধার। অভিযোগ, বহু বিনিয়োগকারীর থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তুলেছিল হায়দরাবাদের ‘ফ্যালকন গ্রুপ’ নামে ওই সংস্থা। বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে বিনিয়োগ করলেই মোটা অঙ্কের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। এ ভাবে মোট ৬,৯৭৯ জনের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। অভিযোগ, এর পরেই ওই টাকা নিয়ে গত ২২ জানুয়ারি বিদেশে চম্পট দেন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তারা।

ওই ঘটনার তদন্তে শুক্রবার হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে হানা দিয়েছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ব্যবসায়িক বিমানে তল্লাশিও চালান তদন্তকারীরা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ওপেন জিইএম ই–টেন্ডার
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই–টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখঃ ০৬/০৩/২০২৫। নিম্নলিখিত **ই–টেন্ডারগুলি www.gem.gov.in** লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট→**login** অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক্যালি এরূপ **ই–টেন্ডারের** জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, তা পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ এসএমএম/এম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, মোবাইল নং. ৯১৬৩৩৪০৭২৬। **অফিসের ঠিকানাঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন–**এর অফিস। **ক্রমিক নং.ঃ** [১]। **টেন্ডার নং./জিইএম বিড নং.ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৯৮০৫৭। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আইএস ৩৭৪ (কিউ২) অনুযায়ী আইএসআই চিহ্নিত বিএলডিসি মোটর (ভিড) সহ ইলেক্ট্রিক সিলিং ফ্যান [৩০০০ পিস]। সিএলডব্লু/ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/সিআরজে/সিপিএইচ/এসপিইসি/বিএলডিসি ফ্যান ১২০০ অ্যান্ড ১৪০০ মিমি/২০২৫/০১, রেভ ১.০, সিএলডব্লু/সিআরজে অনুযায়ী। (জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৯৮০৫৭, তারিখ ০৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী)। **পরিমাণঃ ৩০০০ পিস। বায়নামূল্য জমা (টাকা)ঃ** ১৭৬৯৪০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)ঃ ২৯.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট।**
প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
PR3-835
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited for 1) Elevator, 2) Split Air Condition and 3) Furniture. Last date of submission of e-tender is **22.03.2025.** For submitting e-tenders please visit **www.wbtenders.gov.in** .
Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

Office of the
Talibpur Gram Panchayat
P.O-Talibpur : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
Date & Additional Clause Corrigendum
E-Tender Notice No :- 009/TGP/2024-25 & 010/TGP/2024-25 Date: 25/02/2025
Tender Id- 2025_ZPHD_820690_1, 2025_ZPHD_820690_2 & 2025_ZPHD_820694_1, 2025_ZPHD_820694_2, 2025_ZPHD_820694_3
The above noted N.I.T has been revised as follows:-

Description	Old Date & Time	New Date & Time
Last date and time for submission of e tender	07/03/2025 up to 12.00 Noon (As per server clock) A) Technical bids : Date	Upto 15/03/2025 Up to 4.00 P.M. (as per Server clock)
Date of opening of Tender	10/03/2025 After 12.00 Noon (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.	A) Technical bids : Date 18/03/2025 After 12.00 Noon (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.

New clauses : As per Corrigendum Memo No-88/TGP. & 89/TGP Dt.-07/03/2025
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Talibpur Gram Panchayat

কানাডার দুগ্ধজাত পণ্যে ২৫০ শতাংশ শুল্কর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ মার্চ: কানাডা থেকে আমদানি করা দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর এ বার ২৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডা আগে থেকেই আমেরিকা থেকে আমদানি করা দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে, যা প্রায় ২৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কানাডা ওই শুল্ক না-কমালে আমেরিকাও সমহারে শুল্ক আরোপ করবে। (পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুসারে) শুক্রবার ওভাল অফিস থেকে ট্রাম্প জানান, এই শুল্ক এখনও ধার্য করা হতে পারে। আবার সোমবার বা মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষাও করা হতে পারে। ট্রাম্পের অভিযোগ, দুগ্ধজাত পণ্যের পাশাপাশি কাঠ আমদানির সময়েও চড়া হারে শুল্ক নেয় কানাডা। সে ক্ষেত্রে কাঠের উপরেও কানাডার সঙ্গে সমহারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

নতুন করে কানাডাকে শুল্ক নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ‘কাঠ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর শুল্কে বছরের পর বছর ধরে কানাডা আমাদের নিংড়ে নিচ্ছে। এ বার কানাডা শুল্ক না-কমালে তাদের উপরেও একই পরিমাণ শুল্ক চাপানো হবে।’

বস্তুত, কানাডায় কয়েক দশক ধরে চলে আসা অভ্যন্তরীণ নীতির প্রভাব রয়েছে সে দেশের দুগ্ধজাত পণ্য আমদানির ওপরে। সেই

কারণেই দুগ্ধজাত পণ্য আমদানিতে চড়া হারে শুল্ক নেয় কানাডা। ভিনদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের জন্য কানাডার দুগ্ধজাত পণ্য ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হন, তা নিশ্চিত করতেই কানাডার এই নীতি। ২০২০ সালে ট্রাম্পের জমানায় সই করা আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে, আমেরিকা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধজাত পণ্য বিনা শুল্কে কানাডায় রফতানি করতে পারে। কিন্তু তার বেশি রফতানি করতে গেলে চড়া হারে শুল্ক দিতে হয়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ওই চড়া হারের শুল্ক কোনও ক্ষেত্রে ২০০ শতাংশও পেরিয়ে যায়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ কোটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই আপত্তি জানাচ্ছিল ওয়াশিংটন। এ বার শুল্ক কমানোর জন্য কানাডাকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, কানাডায় ২৫০ শতাংশ হারে শুল্ক নেয়। তা না-কমালে আমেরিকাও সমহারে শুল্ক চাপাবে। ট্রাম্পের বক্তব্য, কানাডার এই শুল্ক ‘মারাত্মক বেশি’ এবং এটির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ‘কঠিন’ হয়ে উঠেছে।

হোয়াট্‌সঅ্যাপ ‘গ্রুপ অ্যাডমিন’কেই খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

ইসলামাবাদ, ৮ মার্চ: হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বার করে দেওয়ার কারণে ‘গ্রুপ অ্যাডমিন’কেই গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায়।

অভিযুক্তের নাম আশফাক খান। মুস্তাক আহমেদ নামে এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাচক্রে, মুস্তাকই ছিলেন হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপের ‘অ্যাডমিন’। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, হোয়াট্‌সঅ্যাপে কোনও একটা বিষয়ে লেখালেখি নিয়ে দলের সদস্যদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হয়। সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলেন ‘অ্যাডমিন’ মুস্তাক। তখন তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় আশফাকের।

তার পর দু’জনেই বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নেন। একসঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করেন। আশফাকের সঙ্গে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য দেখা করতে গিয়েছিলেন মুস্তাক। অভিযোগ, আচমকাই বন্দুক বার করে খুব কাছ থেকে মুস্তাককে গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আশফাকের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে মুস্তাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

রবিবার • ৯ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

ঋতুরাজের হাত ধরে স্বপ্নের দেশে... !

মতিউর রহমান

আমি তৃষ্ণা। বড়ই প্রেম কাঙ্গালিনী। হৃদয়ে আমার মরুভূমির তৃষ্ণা । অন্তর-মাঝে একবুক ভালোবাসা সযত্নে আগলে রেখে চেয়ে আছি পথ চেয়ে। কবে আসবে সেই শুভদিন ,সেই শুভ লগ্ন - যে দিন, যে লগ্নে আমার আশৈশব লালিত প্রেম পরমপ্রিয়ের কাছে সমর্পণ করে খুঁজবো জীবনের পরিপূর্ণতা,সার্থক হবে আমার নারীজন্ম। সময় বয়ে চলে নদীর স্রোতের মতো। দিনের পর রাত আসে, ভোর হয়। মাসের পর মাসের বিদায়ে নতুন বছর আসে । শীতের জড়তা কাটিয়ে বসন্তের আগমন ঘটে। প্রকৃতি নবকলরবে নতুন প্রাণের স্পন্দনে সজীব হয়ে ওঠে। আমার হৃদয়-কাননেও আসে বসন্ত । রঙে রঙে আর সুরে সুরে সে হয়ে ওঠে বর্ণময়।

কৈশোরের প্রথম প্রভাতে ক্ষণিকের জন্য হলেও উঁকি মেরে জীবনে প্রেম এসেছিল। কৈশোরের কুঁড়ি যৌবনে পাপড়ি মেলে ফোটার আগেই তা ঝরে যায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও তার ছোঁয়ায় আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিল। দেহ-মনে অনুভব করেছিলাম এক শিহরণ। রোমাঞ্চ, উত্তেজনা, টেনশনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলে উঠেছিল। হৃদয় হয়েছিল আলোড়িত, উত্তাল। তারপর এক ঝটকায় সমুদ্রের একটি ঢেউ এসে সবকিছু যেন ওলোটপালট করে দিয়ে চলে গেল । শরতে শিউলি যেমন নিঃশব্দে ঝরে পড়ে ,সে কখন যে আমার হৃদয়-বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়লো তা আমি টেরই পেলাম না!

আজ আমি একা। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে আজও আমি খুঁজি কিন্তু তার দেখা পাই না। তাকে আমি খুঁজি প্রকৃতির মাঝে, সারা বিশ্ব চরাচরে। প্রকৃতির কোলে সাজানো অপরূপ সৌন্দর্যরাজির মধ্যে হন্যে হন্যে হয়ে তাকে আমি খুঁজে বেড়াই। সে আসে নিশীথে , স্বপ্নে । স্বপ্ন শেষে মরু-মরীচিকার মত তাকে আমি খুঁজে বেড়াই কিন্তু কোথাও তার দেখা মেলে না।

তাহলে কেমন করে মিটবে আমার হৃদয়-তৃষ্ণা? কেন সে আসে এভাবে? কেন সে আমার সামনে শরীরি মূর্তি ধরে আসে না? তাকে আমি একান্ত আপন করে পেতে চাই। কিন্তু কেন তাকে পাই না? চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সমুদ্র-ব্যবধান বলেই কি সে এভাবে চিরকাল আমার কাছে কুহেলিকা হয়েই থেকে যাবে? ভেবেছিলাম তাকে পেয়ে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেই তার মাঝে খুঁজবো জীবনের পরিপূর্ণতা। কিন্তু তা তো হবার নয়। জীবন এক অনন্ত অভিযাত্রা। চড়াই- উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা সেই যাত্রাপথের এক একটি অংশ। তবুও আমি অপেক্ষা করে যাব কারণ মানুষ আশা নিয়েই তো বাঁচে। হোক না সে আশা নিশার ছলনা। প্রকৃতি বসে আছে রূপের পসরা সাজিয়ে। প্রেম , সৌন্দর্য তো তার মুক্তাহার। সত্য তো তার পূজা । সে তো বিশ্বাসঘাতকতা করে না । আমি হারিয়ে যেতে চাই তার অনন্ত সৌন্দর্য আর সীমাহীন প্রেমের রাজ্যে।

প্রেম, হ্যাঁ অনন্ত প্রেম - সেই তো মানুষের জীবনে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান যার স্পর্শে ধন্য হয়ে যাবে আমার এই ক্ষুদ্র মানব -জন্ম। সত্য আর সুন্দরের মাঝেই কি তার সহবস্থান? কোথায় গেলে পাবো তার দেখা? হেথা? হোথা! না , অন্য কোনখানে? আচ্ছা সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? সত্য আর সুন্দরের সাধনা করলেই কি তার সঙ্গে দেখা মিলবে? সে কি আমার হৃদয়ের সীমাহীন তৃষ্ণা মেটাতে পারবে? সে কি আমাকে দেখাতে পারবে স্থায়ী সুখ আর শান্তির ঠিকানা? প্রকৃতির অনন্ত বারিধারা কি মেটাতে পারবে আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা?

সৌন্দর্য! তুমি তো আনন্দ আর সুখের ঝর্ণাধারা। তোমার তো শেষ নেই! তোমার মাঝেই তো রয়েছে ঈশ্বরের স্পর্শ! তুমিতো প্রকৃতির অলংকার। সেই কবে সভ্যতার ঊষাকাল থেকে সে সাজিয়ে রেখেছে সৌন্দর্যের পসরা। তুমি আমার হৃদয়ের একসমুদ্র তৃষ্ণা মেটাতে পারবে? আমার অন্তরের অন্তহীন পিপাসা তোমার অমৃতসুধা পানে মিটবে? তোমার দেওয়া আনন্দধারা আমার হৃদয়ের বেলাভূমিতে চিরন্তন প্রেমধারা হয়ে বইতে পারবে? সেই স্বপ্নসুধা পান করবার জন্য আমি ছুটে যেতে চাই তোমার কাছে, নদী যেমন ছুটে যায় মোহনার দিকে। তোমার মাঝে পেতে চাই অনন্ত প্রেম। তোমার মাঝে ভুলে যেতে চাই না-পাওয়ার সব ব্যথা। ঘোচাতে চাই হৃদয়ের মাঝে জমে থাকা সব অন্ধকার। ধুয়ে মুছে দিতে চাই আমার মনের সব মলিনতা। তোমার মাঝেই পেতে চাই চিরন্তন সুখ আর স্বর্গীয় অনুভূতির ছোঁওয়া।

চারিদিকে মায়াজাল। স্বপ্নের হাতছানি। দুচোখে পরেছি মায়ার কাজল। স্বপ্নের খোঁজে কল্পনার ডানায় ভর করে আমি উড়েই চলেছি, উড়েই চলেছি। যেন এক স্বপ্নপরি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলেছে রাজপুত্রের সন্ধানে। এ চলার শেষ নাই । কারণ আমি চাই স্বপ্নের মায়াবী জগতেই আমার এই শুষ্ক হৃদয়কে চিরন্তন আনন্দের ঝর্ণাধারায় ভিজিয়ে দিতে।

ঋতুরাজ বসন্ত - শেষ পর্যন্ত তোমাকেই আমার পছন্দ। তোমার সৌন্দর্য্যে অবগাহন করে তোমার মাঝেই খুঁজবো আমার অপূর্ণ প্রেমকে। আমার বুকের মাঝে তিল তিল করে জমিয়ে রাখা সব ভালোবাসা আজ তোমাকে আমি উজাড় করে দেব। তোমার মাঝেই খুঁজে পাবো জীবনের পূর্ণতা। ঋতুরাজ বসন্ত, তোমার আগমনে শীতের সব জড়তা আর প্রাণহীনতা আমার দেহ-মন থেকে এক নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। আমার মনের মাঝে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে । হৃদয়- কাননে প্রেম-পাপড়ি ডানা মেলেছে। রঙে রঙে আর প্রাণের স্পন্দনে জাগছে শরীর, জাগছে মন। ভরা যৌবনা নদী পাড় ভেঙে প্লাবন আনার প্রতীক্ষায়। মিলনের আগাম আনন্দে মাতাল চঞ্চলা নদীকে রুখবে কে? ঋতুরাজ , তুমি আমার জন্য পাঠিয়েছো কত্ত অলংকার! তোমার দেওয়া অলংকাররাজি পরে আমি নববধূর সাজে চলেছি স্বামীর ঘরে! সেখানে পাব চিরসুখ! স্থায়ী শান্তি! মিটবে আমার হৃদ-পিপাশা!

লজ্জারাগে রাঙা মুখ। কৃষ্ণচূড়া রঙের লাল বালুচরী। চোখে-মুখে চন্দনের ফোঁটা। অলংকার ভারে ন্যুব্জ শরীর ...। চারিদিকে সবুজ সতেজ নতুন প্রাণের জোয়ার । খুশির প্লাবন । আলোর বন্যা। যৌবনের জয়গান । রঙ লেগেছে শরীরে, মনে । দুচোখ জুড়ে আসন্ন প্রিয়-মিলনের রঙিন স্বপ্ন। স্বপ্নের পাপড়িগুলো ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আর কয়েক মুহূর্তের প্রতীক্ষা। তারপরেই ভেসে যাব অনাবিল আনন্দের স্বপ্ন-ঢেউয়ের তোড়ে। সীমাহীন আনন্দ আর এক অজানা আশঙ্কার রথে চড়ে আমি যেন এগিয়ে চলেছি রঙিন এক স্বপ্নময় জগতের ঠিকানায় ।

চোখে-মুখে রোমাঞ্চ , উত্তেজনা, টেনশন। আমার নারীজন্ম যে আজ সার্থক হতে চলেছে । পেতে চলেছে পূর্ণতা । সেই বাল্যকাল থেকে পরম যত্নে লালিত প্রেম আর যৌবনের মহামূল্যবান রত্নগুলি নিঃশর্তভাবে তুলে দেব ঋতুরাজের বিশ্বাস আর ভালোবাসার কাছে । তার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে খুঁজবো জীবনের চরম সার্থকতা । নারীর বশ্যতা পুরুষের কামনা-বাসনার আগুনে দীপ্ত হয়েই তো প্রেমের পূর্ণতা । এই মুহূর্তের জন্যই তো তিল তিল করে অপেক্ষা করে এসেছি । এক একটি সেকেন্ড তো নয় যেন মনে হচ্ছে এক একটি যুগ। কামনা-বাসনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা ।

প্রকৃতির মাঝে রংবেরঙের ফুল । নব যৌবনের উচ্ছ্বাস। আলোর প্লাবনে প্লাবিত হয়ে আমার হৃদয়ের এই মায়াবী জগতকে করে তুলেছে আরও রঙিন , আরও বর্ণময় । পাখিদের কলকল রব যেন বাজাচ্ছে বিয়ের সানাই । অশোক , পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপড়ি যেন তৈরি করেছে স্বপ্নের বাসর । রজনীগন্ধার সৌরভ সেই মায়াবী পরিবেশকে করে তুলেছে আরও বেশি মোহনীয় । স্বর্গ-সুখের অপার আনন্দ যেন প্রতিটি পরতে পরতে । কোকিলের কুহুকুহু রব সেই চরম কাঙ্খিত মুহূর্তকে স্বর্গীয় সুখের বিস্ময়কর অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলবে । মনে হচ্ছে , স্বর্গ যেন ক্ষণিকের জন্য নেমে এসেছে আমার হৃদয়ের অন্দরমহলে ।

মনে মনে ভাবি, স্বপ্ন-সুখের এই স্বর্ণালী মুহূর্তটি যদি না ক্ষণস্থায়ী হত! যদি এই অপরূপ মাধুর্যের মায়াময় জগতে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারতাম ! যদি এই স্বপ্নের মদিরায় ডুব দিয়ে চিরকালের জন্য অমৃতভান্ড তুলে আনতে পারতাম ! এই সুখের মুহূর্তটি যদি কোনদিনও না শেষ হত ! তাহলে খুঁজে পেতাম আমার হারিয়ে যাওয়া প্রেম , মিটতো আমার হৃদয়ের সব তৃষ্ণা । কিন্তু তা তো হবার নয় । চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান যে চিরন্তন । রাত্রি যে কোনদিনও ছুঁতে পারেনাা আগামী-কালকে !

মহিলাদেরও পরিস্থিতির স্পন্দন বুঝতে হবে

শুভজিৎ বসাক

ঘটা করে প্রতিবছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয় যেখানে সামাজিক পরিসরে তাদের প্রভূত কৃতিত্বকে সম্মান জানানো হয়। বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয় তাদের সাহসী মানসিকতার পরিচয়। একটা সময়ে বিভিন্ন দেশে নারী জাগরণ ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাদের অধিকারকে স্থাপনা করার উদ্দেশ্যেই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। কিন্তু প্রসঙ্গ হল, আলাদা করে নারী দিবস পালনের অর্থই হল এখনও যে তারা সমাজে অনগ্রসর সেই খতিয়ানই যেন সামনে উঠে আসে। ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখলে তাতে ২০২৪ সালের হিসাবে বিশ্বে ৪,১০৩,৬১২,২১৩ বা ৪,১০৪ মিলিয়ন বা ৪.১০ বিলিয়ন পুরুষ রয়েছে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৫০.২৮ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বে মহিলাদের জনসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে ৪,০৫৮, ৩৬০,৩৫৯ বা ৪,০৫৮ মিলিয়ন বা ৪.০৬ বিলিয়ন, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৯.৭২ প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব বিশ্বে নারী পুরুষের সংখ্যা বিশেষ কম নয় বা মহিলারা সংখ্যায় বিশেষ পিছিয়ে নেই।

নারীদের জন্য সামাজিক পরিসরে আলাদা ব্যবস্থা করা আছে যেখানে তাদের জন্য ট্রেন, বাসে যেমন আলাদা স্থান বরাদ্দ রয়েছে একইসাথে পুরুষদের জন্য আলাদা করে কোনও স্থান বরাদ্দ থাকে না। ট্রেনে, বাসে মহিলা কামরা বাদ দিলে বাকিটা ‘জেনারেল সিট’ হিসাবেই পরিচিত। এমনও চিত্র দেখা যায় যে একজন পুরুষ চাকুরীজীবী সারাদিন পরিশ্রম করে ট্রেনে বা বাসে জেনারেল সিটে বসতে গেলে সেখানে আগে থেকে যদি কোনও মহিলা সে সুস্থ স্বাভাবিক হলেও সেই জায়গা ছেড়ে দেয়- এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। একই চিত্র দেখা যায় যেখানে বয়স্ক মহিলা কোনও মহিলা সিটের কাছে এসে দাঁড়ালে যদি সেখানে আগে থেকে কোনও মহিলা বসে থাকে তাহলেও সেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে বসতে দেয় না। জায়গা দিতে বললে উল্টে অনেক বিতর্কিত মন্তব্য সিটে বসে থাকা মহিলাটির তরফ থেকে ধেয়ে আসে। অথচ কোনও পুরুষ যদি সেরকম বৃদ্ধা বা অসমর্থ কোনও মহিলাকে দেখতে পায় সে বিনা মন্তব্যে নিজের জায়গাটি ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মহিলাই তার সবটুকু কেড়ে নেয় বা কুক্ষিগত করে রাখে।

একইসাথে এখন ‘নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি’ এর মত ভাঙ্গনমূলক ভাবধারা সমাজে বিস্তৃত হয়েছে। সামর্থ্যের ভার ভুলে গিয়ে আজকাল বাইরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর মানসিকতা প্রবল হয়েছে। বর্তমানে মহিলাদেরও কাজ করতে বেরোতে হয় অথবা তারা যদি কাজ করতে নাও বেরোয় তাদের মধ্যে নিজের বিবাহিত জীবনটিকে আলাদা ভাবে ছেলেটির পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটানোর মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলাফলে সমাজে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ পিতামাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আবার তাদের একাকীত্বের সন্ধান পেয়ে বাইরের দুষ্কৃতীর আক্রমণে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ছে তাদের ওপরে করা নানা অপরাধের ঘটনাও। আবার উল্টোদিকে আলাদা থাকার দরুন চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কেনার দরুন পুরুষদের মাথায় চাপছে সেই বোঝাও। অতএব সর্বসাকুল্যে একজন পুরুষ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিসরে বেশ অস্থিরতায় ভোগে। এর ফলাফলে তার মধ্যে অকাল বার্ধক্য, মানসিকতায় নানা পরিবর্তন আসতে শুরু করে এমনকি শেষে দিশাহীন হয়ে আত্মহননের রাস্তাও বেছে নেয়। এই প্রেক্ষাপটে মনবিজ্ঞানীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক ৫৭.২৫ শতাংশ পুরুষ সারা বিশ্বে এর শিকার হয়েছে এবং বিগত দেড় দশকে প্রায় ৪২.৬৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আত্মহননের রাস্তা বেছে নিয়েছে।

বিশ্বে বাহ্যিকভাবে যা উদযাপনের জন্য আজকাল দেখানো হয় সেটা বিশেষ কোনও দিনের জন্য বরাদ্দ থাকে, এরপরে সেই খবরের প্রতি খোঁজও কেউ রাখে না। নারীরা যেমন প্রকাশ্যে সবকিছু জানিয়ে তাদের মনের অস্থিরতা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে সেটা অনেক পুরুষই পারে না। ভিতরে ভিতরে সে নিঃশেষ হয়ে যায়। নারী দিবস তাদের কৃতিত্বকে সম্মান দিতে শেখায় কিন্তু তাদেরও পরিস্থিতির স্পন্দন বুঝতে হবে। এভাবে চলার পথে সামগ্রিক পরিসরে ‘লিঙ্গসাম্য’ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক স্তরে এসে ঠেকেছে একইসাথে অনেক পুরুষ যারা জীবনের অর্থ বোঝে তারাও প্রিয় নারীর থেকে একটু ভালোবাসা পেলেই অনেক ভালো থাকতে পারে, হারিয়ে যাবে না চিরতরে।

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম

ডাঃ শামসুল হক

উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাজানো গোছানো সংসারের মতোই অমূল্য এক একটা সম্পদ হিসেবে বিরাজ করছে অজস্র চায়ের বাগান। মূলতঃ জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা থেকে শুরু করে সেটা আবার বিস্তৃত হয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। আর চা বাগিচার সেইসব অঞ্চল কেবলমাত্র নিসর্গের অমূল্য এক সম্পদ হিসেবেই আজ চিহ্নিত নয় , বানিজ্যের এক একটা প্রাণকেন্দ্র ও বটে।

এই এলাকার বিভিন্ন জাতের চা কেবলমাত্র এ দেশেই নয়, বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছে । বলাই বাহুল্য , সেই চায়ের দৌলতেই আমাদের দেশের পক্ষেও সম্ভব হয়েছে অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জনের। আবার সেইসব বানিজ্যিক প্রতিষ্টানের প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ঘটেছে অনেক বেকার যুবক যুবতীদের ও ।

জলপাইগুড়ি জেলার গয়েরকাটা অঞ্চলের এমনই এক চা বাগিচার কোলঘেঁষে জন্মেছেন বাংলা কথা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখে জন্ম তাঁর অত্যন্ত বনেদি এক পরিবারেরই। তাঁর প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনা শুরু স্থানীয় চা বাগান সংলগ্ন একটা স্কুলেই । মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার কাজ ও চলে জলপাইগুড়িতেই। ছাত্র হিসেবে খুব ই মেধাবী ছিলেন তিনি । তাই অভিভাবকদের ইচ্ছেয় উচ্চশিক্ষার তাগিদে জলপাইগুড়ি ছেড়ে তিনি পাড়ি জমান কলকাতায়। ১৯৬০ সালে ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেখান থেকেই স্নাতক হন তিনি। তারপর ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর সেখান থেকেই স্নাতকোত্তর ডিগ্ ্রির অধিকারী হন ১৯৬৫ সালে।

লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালীন ই লেখালেখির কাজ শুরু করেন তিনি। আর এই কাজ করতে করতেই তাঁর চোখ পড়ে যায় গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিও এবং সেই সূত্র ধরে একেবারে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় থাকার জন্য ও মনস্থির করে ফেলেন তিনি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, সেই কাজে সফলতা অর্জনের জন্য থাকতে হবে মহানগরের বুকেই। তাই সেইসময় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করলেও তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটলই থাকেন।

সুতরাং কলকাতাতেই থেকে যান তিনি। যুক্ত হয়ে পড়েন একটা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গেও। তারপর সেখানকার কর্মকর্তাদের অনুরোধে নাটক লেখার কাজও শুরু করেন তিনি এবং লিখে ফেলেন সুন্দর একটা কাহিনীও।

একটা সময় সেই কাহিনীর চিত্রনাট্য লেখার কাজ ও শেষ করেন তিনি এবং তাতে ভীষণ সুনাম অর্জন ও করেন। সেইসময় সেই চিত্রনাট্য এতটাই সময় উপযোগী ছিল যে, সেটা থিয়েটারের প্রযোজক এবং পরিচালকদের ও খুব পছন্দ হয়েছিল। আর তার পর পরই শুরু হয়েছিল সেটাকে সঠিকভাবে মঞ্চস্থ করার কাজও। সেজন্য পুরস্কৃত ও হন তিনি। ১৯৮২ সালে বেঙ্গল জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের তরফ থেকে শ্রেষ্ট স্ক্রিপ্ট লেখক হিসেবে থেকে তাঁকে প্রদান করা হয় সেই পুরস্কার। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সার্থক সাহিত্য জীবনের শুরু ঠিক সেই সময় থেকেই। আর তারপরই তীক্ষ্ম লেখনী ক্ষমতার দৌলতেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্টীর। আর তারপর নিজস্ব প্রতিভার উপর ভর করেই সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ও হন তিনি এবং অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম ও অর্জন করেন।

ব্যস, তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি সমরেশ বাবুকে। সাহিত্য পথের তীর্থের ধূলোয় নিজস্ব স্বরূপটাকে সঠিকভাবে চেনাবার পর ই শুরু হয় তাঁর ধাপে ধাপে উত্তোরণ পর্বও। আর সেইসময় নিজের কাগজ ছাড়াও কলকাতা সহ পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত ছোটবড় সমস্ত পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে থাকে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বহু লেখাই । লিখতে থাকেন ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি সব ধরণেরই লেখা। ছোটদের ও নিরাশ করেননি তিনি। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যও কলম ধরেছেন এবং লিখেছেন ভিন্ন স্বাদের বহু মূল্যবান রচনা সামগ্রীও ।

ছোট বড় সকলের জন্যই অজস্র গ্ ন্থ ও রচনা করেছেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। আর তার মধ্যেই লেখক বজায় রেখেছেন তাঁর নিজস্বতাও। উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ, আট কুঠুরি নয় দরজা ইত্যাদি রচনাবলীর মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন অনেক নতুন নতুন ভাবনাচিন্তাও। আর সেইসব লেখনীর অনেক জায়গাতেই আবার ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকার কথা। লেখা হয়েছে সেখানকার মানুষজনদের কাহিনীও এবং অতি অবশ্যই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চা বাগিচার কথাও।

সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পেয়েছেন অনেক সম্মাননাও। ১৯৮২ সালে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। ১৯৮৪ তে কালবেলা উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অর্জন করেন আকাদেমি পুরস্কার। আর ২০০৯ সালে তাঁর লেখা সেই কালজয়ী উপন্যাস কলকাতার নবকুমার তাঁকে এনে দেয় বঙ্কিম পুরস্কারও ।

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের জীবনের শেষ সময়টা খুব একটা স্বস্তির মধ্যে কাটেনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা তাঁকে ভীষণভাবেই পীড়িত করে তুলেছিল । ঘুমের মাঝে সেই সমস্যা আবার বেশ বেড়েও যেত। সেইভাবে চলতে চলতেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে তাঁর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ও শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে । সেখানেই মে মাসের ৮ তারিখে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরবিদায় নেন তিনি। এই বৎসর তাঁর একাশিতম জন্মবার্ষিকী। তাই মার্চ মাসের দশ তারিখে তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে শ্রদ্ধা এবং উপযুক্ত সম্মান জানাতে পারি।